ছায়াময়ী

[১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত]

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্পাদক

শ্রীসজনীকান্ত দাস

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড,
কলিকাতা-৬

প্রকাশক
শ্রীসনৎকুমার গুপ্ত
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

প্রথম সংস্করণ—আষাঢ়,

মূল্য দেড় টাকা

শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা-৩৭ হইতে
শ্রীরঞ্জনকুমার দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত
৭·২—৩. ৭. ৫৩

ভূমিকা

'বৃত্রসংহারে'র "বিজ্ঞাপনে" হেমচন্দ্রের এই স্বীকারোক্তি—"বাল্যাবধি আমি ইংরেজী ভাষা অভ্যাস করিয়া আসিতেছি, এবং সংস্কৃত ভাষা অবগত নহি, সুতরাং এই পুস্তকের অনেক স্থানে যে ইংরেজী গ্রন্থকারদিগের ভাবসঙ্কলন এবং সংস্কৃত ভাষার অনভিজ্ঞতাদোষ লক্ষিত হইবে, তাহা বিচিত্র নহে" 'ছায়াময়ী'-কাব্যে বিশেষভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। তিনি অনন্ত নরকমাত্র দেখাইয়াছেন, স্বর্গের আভাস দিতে পারেন নাই। কবি দান্তের 'ডিভাইনা-কমেডিয়া'র অনুসরণ হইলেও 'ছায়াময়ী' বাংলার কাব্য-রসিক সমাজকে মুগ্ধ করিয়াছিল। অক্ষয়চন্দ্র সরকার লিখিয়াছেন—

> ছায়াময়ীর সূচনায় শ্মশান-বর্ণনার রৌদ্র-বীভৎস বাঙ্গালা ভাষায় অতুল্য।

পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন তাঁহার 'বাঙ্গালাভাষা ও বাঙ্গালাসাহিত্য-বিষয়ক প্রস্তাবে'র দ্বিতীয় সংস্করণে কাব্যহিসাবে 'ছায়াময়ী'র প্রশংসা করিয়া দুইটি গুরুতর আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন। একটিতে তিনি বলিতেছেন—

> পরকালে স্বর্গ নরক দুই আছে বলিয়াই সাধারণের সংস্কার। যিনি পাঠকদিগকে একটির বিভীষিকা দেখাইলেন, অপরটির প্রলোভনও তাঁহার দেখান কর্ত্তব্য ছিল।

তাঁহার দ্বিতীয় আপত্তি—

> গ্রন্থকার...অশুচিপ্রণয়ে আসক্তা বলিয়া ভারতচন্দ্রের বিদ্যাকেও নরকে ফেলিয়াছেন। কিন্তু অন্নদামঙ্গল পাঠ করিয়া বিদ্যাকে অসতী বলিয়া, বোধ হয়, কাহারও প্রতীতি জন্মে না। ভারতের বিদ্যা অসতী হইলে কালিদাসের শকুন্তলাও অসতী হইয়া পড়েন।

আধুনিক ঐতিহাসিক গবেষণার ফলে "সিরাজুদ্দৌলা"র চরিত্রও অনেকটা কলঙ্কমুক্ত হইয়াছে। সুতরাং তাঁহাকে "বঙ্গের সৌভাগ্যচোর, দৌরাত্ম্য আঁধারে ঘোর কেতুরূপে ধরাতলে কৈল বিচরণ" বলিয়া নিদারুণ নরকে নিক্ষেপ করিয়া হেমচন্দ্র প্রচলিত কিংবদন্তীকেই মানিয়া লইয়াছেন, সত্য ইতিহাসের মর্যাদা রক্ষা করেন নাই।

'ছায়াময়ী' ১২৮৬ বঙ্গাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়, বেঙ্গল লাইব্রেরিতে বই দাখিল করা হয় ১৫ জানুয়ারি ১৮৮০। পৃষ্ঠা-সংখ্যা ছিল ১৪২।

প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্রটি এইরূপ—

> ছায়াময়ী। [কাব্য] "I follow here……rather meete" *Spenser.* তোমারি চরণ……ধরি এই মনোরথে। শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। কলিকাতা। ৩৫ বেণিয়াটোলা লেন, পটলডাঙ্গা, রায় যন্ত্রে মুদ্রিত এবং ১৪ কলেজ স্কোয়ার, রায় প্রেস্‌ডিপজিটরীতে প্রকাশিত। ১২৮৬ সাল।

শশাঙ্কমোহন সেন 'বঙ্গবাণী' পুস্তকের (১৯১৫) দ্বিতীয় খণ্ডে (পৃ. ৯-১২) 'ছায়াময়ী'র চমৎকার বিশ্লেষণ করিয়াছেন। একটু উদ্ধৃত করিতেছি—

> 'ছায়াময়ী'তে সংসারের এক ভয়াবহ নিয়তি চিত্রিত! এই চিত্রে কুত্রাপি অণুমাত্র সান্ত্বনা নাই। জীবরঙ্গভূমে, ষড়রিপুর এই অনিবার্য্য সংগ্রাম এবং ভীষণ কোলাহলের মধ্যে ক্ষণকালের জন্য ও স্খলিতপদ দুর্ব্বল মনুষ্যের জন্য কোন্ বিভু এই ভীষণ নরকযন্ত্রণার সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন, জানি না। কিন্তু হেমচন্দ্র উহার চিত্র অনুপমভাবে বাঙ্গালীকে দেখাইয়াছেন।

হেমচন্দ্রের জীবিতকালে স্বতন্ত্র ও নানা গ্রন্থাবলীভুক্ত হইয়া 'ছায়াময়ী'র যে কয়টি সংস্করণ হইয়াছিল, সেগুলি মিলাইয়া বর্তমান পাঠ প্রস্তুত করা হইয়াছে।

ছায়াময়ী

"I follow here the footing of thy feete
That with thy meaning so I may the rather meete."

Spenser.

তোমারি চরণ স্মরণ করিয়া
চলেছি তোমারি পথে,
তোমারি ভাবেতে বুঝিব তোমারে,
ধরি এই মনোরথে।

বিজ্ঞাপন

প্রসিদ্ধ ইউরোপীয় কবি ডান্টের লিখিত "ডিভাইনা কমেডিয়া" নামক অদ্বিতীয় কাব্যের কিঞ্চিৎমাত্র আভাস প্রকাশ করিবার মানসে, আমি এই ক্ষুদ্র পুস্তিকা রচনা করিয়াছি। সেই মহাকবির নিকট আমি কতদূর ঋণী, তাহা ইহার ললাটস্থ শ্লোক দৃষ্টেই বিদিত হইবে। ফলতঃ বহুল পরিমাণে আমি তাঁহার ভাবের ও রচনাপ্রণালীর সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি।

বলা বাহুল্য যে, "ডিভাইনা কমেডিয়া" বাইবেলের মতাবলম্বী একজন প্রকৃত খ্রীষ্ট-উপাসকের বিরচিত। নরক, প্রায়শ্চিত্ত-নরক (Purgatory) এবং স্বর্গ সম্বন্ধে তাহাতে যে সব মত ও উপদেশ প্রকটিত হইয়াছে, তাহা খ্রীষ্টধর্ম্মের অনুমোদিত। এই পুস্তকে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা সে সকল মত ও উপদেশ হইতে অনেক বিভিন্ন।

ছায়াময়ী

প্রস্তাবনা

সন্ধ্যা-গগনে নিবিড় কালিমা
অরণ্যে খেলিছে নিশি ;
ভীত-বদনা পৃথিবী দেখিছে
ঘোর অন্ধকারে মিশি ।-
হী-হী শবদে অটবী পূরিছে
জাগিছে প্রমথগণ,
অট্ট হাসেতে বিকট ভাবেতে
পূরিছে বিটপী বন ।
কূট করতালি কবন্ধ তালিছে,
ডাকিনী ছুলিছে ডালে,
বিল্ব-বিটপে ব্রহ্ম-পিশাচ
হাসিছে বাজায়ে গালে
ঊর্দ্ধ চরণে প্রেত নাচিছে
বৃক্ষ হেলিছে ভুঁয়ে,
ক্ষুব্ধ অটবী বিরাট্ তাণ্ডবে,
কাশ উড়িছে ফুঁয়ে ।
কন্থা বিথারি বিকট শ্মশানে
বসেছে ভৈরবীপাল,
ভীম-মূরতি শ্মশান হাসিছে,
আলেয়া জ্বালিছে ভাল
চণ্ড আরাবে খেলিছে ভৈরব
অস্থি-ভূষণ গলে,
ঠঠ ঠং ঠঠ নর-কপাল
শ্মশানভূমিতে চলে ।

১ম প্রেত। চলে কপাল ধধ—ধঃ
কার মাথা এটা হিহিহি—হঃ
ধাকিটি ধিকিটি ধিমিয়া।
২য় প্রেত। রাজা কি রাখাল ছিল কোন কাল
এখন মড়ার মাথার কপাল
শ্মশানে দিয়াছে ফেলিয়া।
১ম ও ২য় প্রেত। চলে কপাল ধধ—ধঃ
কার মাথা এটা হিহিহি—হঃ
ধাকিটি ধিকিটি ধিমিয়া।

মুখে কটকট শব্দ বিকট
খেলিছে ভৈরবদলে,
দন্ত বিকাশি খিলি খিলি হাসি
অস্থি-ভূষণ গলে;
খেলিতে খেলিতে চণ্ড দাপটে
প্রমথ চলিল শেষ,
নদীকূলে যেথা মুণ্ড ঝুলায়ে
শ্মশান করাল-বেশ।
দগ্ধ-বরণ বিগত-যৌবন
সম্মুখে স্থাপিত শব,
শুভ্র পলিত চিকুর শিরসে
বদনে বিরত-রব;
তীব্র নয়নে দেখিছে চাহিয়া
কপালে কুঞ্চিত রেখা,
অর্দ্ধ জীবনে শ্মশান-গহনে
মানব বসিয়া একা।
অট্ট হাসিতে প্রমথ হাসিল
ভৈরবে ধরিল তালি,
অস্থি কুড়ায়ে নৃমুণ্ড-কপালে
সম্মুখে রাখিল ডালি।

প্রথম পল্লব

শ্মশানবিহারী ভিখারী তখন ;—
অরে রে প্রমথ প্রেতমূর্ত্তিগণ,
করিস্ ভ্রমণ কত সে ভুবন,
কত অন্ধকার আলো দরশন,
ত্রিলোক ভিতরে নিশিতে ঘুরে ;

বল্ কোথা বল্ কোথা পরকাল,
কি প্রথা সেখানে, ভোগে কি জঞ্জাল,
জীবদেহ হ'তে কৃতান্ত করাল
জীবাত্মা যখন খেদায় দূরে ?

প'ড়ে থাকে দেহ—কোথা বা পরাণী
কলুষে অঙ্কিত জীবনের গ্লানি
করে প্রক্ষালিত,—কি সলিল আনি ?
থাকে কত কাল, কোথা—কি পুরে ?

আছে কি ঔষধি—আছে কি উপায়,
পাপের কলঙ্ক যাতে ঘুচে যায়,
পাপীর পরাণ আবার জীয়ায়,
জীব-চিত্তশিখা কভু কি নিবে ?

কভু কি নিবে রে সে ঘোর অনল ?
বারেক হৃদয়ে জ্বলিলে প্রবল ?
ইহ পরকালে কি আছে রে বল্
সে দাহ নিবায়ে জুড়াতে জীবে ?

ভুলে কি পাতকী ত্যজিলে জীবন
ইহ-জন্মকথা এ মর্ত্ত্য-ভুবন ?
স্মৃতি-চিন্তা-ডোর, জীবের বন্ধন,
মাটিতে পুনঃ কি মিশায়ে যায় ?

অথবা আবার সে সব বন্ধনে
জীবাত্মা দেখে রে স্বপনে স্বপনে,
ফণিরূপে কাল অনন্ত গর্জ্জনে
অনন্ত ভুবনে ঘুরায় তায় ?

না থাকে এবে সে ইন্দ্রিয়-চালনা,
সে মোহ-বিকার, মায়ার ছলনা,
শরীর ধারণে, পাপীর বেদনা
কখন কদাচ ভুলা ত যায় ;

ভুলাতে কিছু কি থাকে না ক আর
কোন্ বা স্বপন—কোন্ বা বিকার,
কেবলি পরাণে জাগে কি ধিক্কার,
অশরীরি-তাপ নাহি জুড়ায় ?

জুড়ায় কভু কি সে চিতাদাহন ?
কিরূপে জুড়ায়—জুড়ায় কখন,
আছে কি সে প্রথা বিধির লিখন
লঘু গুরু ভেদে যাতনা ভেদ ?

অথবা যেমতি দশানন-চিতা
জ্বলে চিরকাল—চিরপ্রজ্বলিতা,
শিখার গর্জ্জনে সাগর পীড়িতা
বেলায় লুটিয়া করয়ে খেদ ;

অধীর হৃদয়ে অশ্রান্ত তেমতি
ভ্রমে জীবকুল, অসীম দুর্গতি,
ছাড়িতে ভুলিতে নাহিক শকতি
তিলার্দ্ধ যাতনে নিষ্কৃতি নয় ?

এ হ'তে নরক কিবা ভয়ঙ্কর,
কোন্ বেদে আছে, জীবদাহকর ;
পাপের কণ্টকে বিঁধিলে অন্তর
নহে কি কখন সে পাপ ক্ষয় ?

দেহশূন্য তোরা, আমি দগ্ধমতি,
বুঝাইয়া বল্ পাপীর কি গতি,
শিশু পুণ্যমন, নারী পুণ্যমতি
কলুষ-পরশে পায় কি পার ?

আছে কি রে পার সে পাপের হ্রদে,
ডুবে যাহে নর পড়িয়া প্রমাদে
বিষাক্ত জীবন ভোগে রে বিষাদে.
আছে কি পশ্চাতে নিষ্কৃতি তার ?

যদি সত্য বল, দেখাইতে পার
পরকালে হয় পাতকী-উদ্ধার,
এখনি ত্যজিব এ আলো-আঁধার,
তোদের সঙ্গেতে সাথুয়া হব।

গহন গহ্বর নগর অটবী
নরক পাতাল যে কোন পদবী
যখন দেখাবি—যেখানে দেখাবি
তখনি সেখানে আগুয়ে রব।

হব নিশাচর, লব দেহোপর
নর-অস্থি-মালা, নৃমুণ্ড-খর্পর,
নরদেহ ধরি হব রে বর্ব্বর,
পিশাচ-পদ্ধতি শিখিব যত।

বল্ কোথা বল্—চল্ লয়ে চল্
দেখিব সে দেশ, পাপীর সম্বল,
দেহত্যাগী জীব লভিয়া মঙ্গল
কি কাজে কি রূপে কোথায় রত।

সে কথা শুনিয়া ভৈরব সকল
কেহ বা ধরিল বিকট কবল,
কেহ বা নাচিল—কেহ বা হাসিল,
ভীষণ কটাক্ষে কেহ বা চায়।

বিভগ্ন বিকট পিশাচ-শবদে
কেহ বা নিকটে আসি ধীর-পদে
কহিল বচন ;—ত্যজিবে যখন
দেহ-আচ্ছাদন জীব-নিচয়,

কি হবে তাদের ?—কি হবে রে আর—
আমাদেরি মত ধরিবে আকার,
ভ্রমিবে ভুবন—খুঁজি অন্ধকার,—
বলিনু তুহারে নিচয় বাণী।

বলি, খিলি খিলি হাসি যায় দূরে ;
আসি অন্য প্রেত ভয়ঙ্কর সুরে
কহিতে লাগিল শ্রুতিদেশ পূরে
শ্মশান-বিহারী প্রাণীর কাছে ;—

আমি বলি যায়—করিস্ প্রত্যয়,
দেহান্তে মানব কিছুই না হয়,
মাটির শরীর মাটিতেই রয়,
দেহ মন গড়া একই ছাঁচে।

আমরা অদেহী বিভিন্ন-গড়ন
চিরকালি এই মূরতি ধারণ,
তুহারা নহিস্ মোদের মতন ;—
বলি, নৃত্য করি ঘুরে সেথায়।

সহসা তখন সে বনরাজিতে
বেতাল ভৈরব আসি আচম্বিতে
স্তবধ করিল করের তালিতে,
পিশাচ-মণ্ডলী নিকটে ধায়।

কহিল তাদের ভূত-দলপতি,
বিকট তুণ্ডেতে খরতর গতি
অমানুষী ভাষা—পৈশাচ পদ্ধতি ;—
নিকটে উহার না যাও কেহ ;

শোক দুঃখ তাপে যে নর পীড়িত,
মৃত্যুর অঙ্গুলি যার দেহে স্থিত,
তাহার নিকটে জগৎ স্তম্ভিত,
না লঙ্ঘ কেহ রে তাহার দেহ।

আমি ভৃত্য যাঁর, এ আদেশ তাঁর
ত্রিলোক-মণ্ডলে এ কথা প্রচার,
কহিনু তোদের—দেখিস্ ইহার
কদাচ কোথাও অন্যথা নহে।

লঙ্ঘিলে এ বাণী জান ত সকলে
কি শাসন-প্রথা পরেত-মণ্ডলে;
বলিয়া অঙ্গুলি হেলাইয়া চলে,—
এবে শূন্য বন কেহ না রহে।

দ্বিতীয় পল্লব

একাকী মানব এবে বিজন শ্মশানে,
সম্মুখে স্থাপিত শব, সুদূর ঝিল্লীর রব
মাঝে মাঝে উঠে খালি বিকট স্বননে।

উঠিতে লাগিল তারা আকাশে ছড়ায়ে,
একে একে ঝিকি মিকি, শুভ্র আলো ধিকি ধিকি,
ফুটিল নীলিমা-কোলে,— ফুটে ফুটে যেন দোলে—
আকাশের নীলিমার কালিমা ঘুচায়ে।

পড়িল সৌধীর আলো পাতায় লতায়,
পড়িল সৈকত-তীরে, পড়িল নদীর নীরে,
পড়িল শ্মশান-ভূমে রজত-ছটায়।

তখন তাপিত সেই নরদেহধারী
চাহিয়া মৃতের পানে, ব্যথিত ব্যাকুল প্রাণে,

দেখিতে লাগিল ঘন, কভু বা ঊর্দ্ধ-নয়ন,
ভাবিতে লাগিল ঘোর অন্তরে বিচারি :—

সত্য কি পিশাচ-বাক্য—শরীর বিনাশে
পরাণী বিনাশ পাবে ? পাংশু ক্ষারে মিশে যাবে,
ভাবিতে হবে না কিছু ভাবীর তরাসে ?

ভাবিতে কি হবে না রে ?—পরকাল নাই ?
মাংস অস্থি মেদ শিরা, জীবের চৈতন্ত-গিরা,
সে গ্রন্থি খুলিলে ফাঁস জীবন—জীবাত্মা-নাশ,
ত্রাণ মুক্তি ভক্তি জ্ঞান সকলি বৃথাই !

এই জন্ম, ইহ কাল, এই আদি শেষ ?
মৃত্যু-পরশনে গত জীবের যন্ত্রণা যত,
সহিতে হয় না পরে দুষ্কৃতির ক্লেশ ?

যা কিছু যাতনা ক্লেশ, চিত্তের উচ্ছ্বাস,
স্রোতের ফেণার মত উঠে ফুটে অবিরত,
শরীরেই জন্ম লয়, দেহান্তে নাহিক রয়,
রুধির মজ্জারি খালি তরঙ্গ-বিকাশ ?

যে ভয়ে মানবকুল ভূমণ্ডল যুড়ে
ভাবে নিত্য অবিরত, দেব দেবী সৃজে কত,
কত স্মৃতি, কত বেদ, কত নীতি গড়ে ;

খেলায় কল্পনা-স্রোত যে ভয়ের হেতু
মানব-হৃদয়-তলে, মরু গিরি বনস্থলে,
হিমস্তূপে, দ্বীপ-কায়, প্রায়শ্চিত্ত লালসায়
বান্ধিতে কালের নদে মুক্তি-পথ-সেতু ;

সারত্ব নাহি কি তায়—কেবলি প্রমাদ ?
সেই ভয়, সেই আশা, অনিবার্য্য সে পিপাসা,
সকলি কি মানুষের স্ব-রচিত ফাঁদ ?

শিক্ষা দীক্ষা জনশ্রুতি যেরূপ যাহার,
সেই রূপ চিন্তা জ্ঞান, আশা তৃষা পরিমাণ ;
বাঁধিতে আপন পায় শৃঙ্খল নিজে গড়ায়,
মণ্ডূকের মত ভ্রমে কূপে আপনার ?

পাপীর নরক শুধু এই কি জীবন ?
ফলাফল শাস্তি যত, সঙ্গে সঙ্গে হয় গত,
জল-বুদ্‌বুদের প্রায়, চিহ্ন কি থাকে না তায়,
পরকাল-পরিসীমা ভূপতি-শাসন ?

কিম্বা মরণের পরে প্রেতরূপ ধরি
বাঁচিতে হবে ধরায়, বাঁচে ওরা যে প্রথায়,
কানন গহন গুহা বীভৎসেতে ভরি ?

কহিল ও প্রেত যথা করিয়া নিশ্চয়,—
হিতাহিত-বোধ-হীন, নিয়ত তমেতে লীন,
জঘন্য ধিক্কৃত-কায়া, জীব নয়—তমচ্ছায়া,
মল-মূত্র-ক্লেদ-ভোগী, নিরাশ নিদয় ?

এই মৃত কায়া যার, যে ছিল জীবনে
কান্তি-রূপ-গুণ-সীমা, সারল্যের সুপ্রতিমা,
নিরঙ্ক শশীর শোভা যাহার বদনে :

দয়া মায়া করুণার পুরী যার দেহ,
শীলতার মণিশালা, বিনয়ের বক্ষমালা,
হিতব্রত-পরিণাম, নিখিল মাধুরীধাম,
ছিল যার হৃদিতল বিলেপিত-স্নেহ ;

জগতের একমাত্র ছিল যে বন্ধন,
ভুলিয়া যাহার স্নেহে ভুলিতাম পাপ-দেহে,
ভুলিতাম চিন্তারূপ চিতার দাহন ;

যার মায়া-বন্ধনীতে বাঁধিয়া পরাণ
হৃদয়ে না দিনু স্থান, বিধাতার কি বিধান ;
জীবনের পাপ তাপ, মৃত্যুভয় মনস্তাপ,
হেরিলে যাহার মুখ তখনি নির্ব্বাণ ;

সেই সুতা মৃত্যুকোলে যখন শয়ান,
বলিল মিনতি করে— কি হবে এ দেহান্তরে,
পিতা গো, ভাবিহ তাহা—কিসে পরিত্রাণ।

যার শব বক্ষে ধরি ভ্রমিনু মর্ত্ত্যেতে ;
হেরিলাম রামেশ্বর, যমুনোত্রি পূত ঝর,
পুষ্কর, প্রয়াগ, গয়া, বিন্ধ্যাচল, হিমালয়া,
ভ্রমিলাম কামরূপ, শ্রীক্ষেত্র তীর্থেতে ;

সেই সুপবিত্র সুতা—নির্ম্মল পরাণী
ভ্রমিবে পিশাচী-বেশে তমোময় দেশে দেশে,
স্বর্গের সৌরভ শোভা হরষ না জানি ?

ভ্রমিছে কি সেই বালা উহাদেরি সনে—
অই ভৈরবীর দলে নর-অস্থিমালা গলে ?
ভুলেছে পিতারে তার মনুষ্য-জীবন-সার,
সারল্য শীলতা দয়া নাহিক সে মনে ?

নহে—নহে কদাচন, না মানি প্রত্যয়,
ব্রহ্মা যদি নিজে বলে, সে প্রাণী ও রূপে চলে,
সে আত্মার শেষ এই—অন্ধনিশিময়।

প্রবঞ্চক, মিথ্যাবাদী, বিদ্রূপী উহারা,
পরকাল আছে সত্য, আছে পাপে প্রায়শ্চিত্ত,
জগত-নিয়ন্তা বিধি অবশ্য করিলা বিধি,
যেরূপে উদ্ধার পাবে ভ্রমান্ধ যাহারা।

কে বলিবে—কে জানাবে—দেখাবে আমায়
বিধাতার সেই পথি, নরের চরম গতি,
পরলোক, মুক্তিপথ কিরূপ, কোথায়!

কে আমারে লয়ে যাবে দেখাতে তনয়া,
সেই পুণ্যরাশি-ছায়া ধরেছে কিরূপ কায়া,
কি কিরণে বিরাজিছে, কার তরে কি ভাবিছে,
অঙ্কহীনা সে প্রতিমা কোথায় উদয়া!

জ্যো'স্নাময় গগনের কোল হ'তে তবে
যেখানে রোহিণী তারা, প্রভাবতী সেই ধারা,
দেবী এক তারাগতি নামি এলো ভবে!

নরদেহধারী কাছে দাঁড়াইল আসি—
পরিধান শ্বেত বাস, শ্বেত আভা অঙ্গভাস,
শরীরে অমৃতগন্ধ, মুখে স্নিগ্ধ মন্দ মন্দ
সুকোমল নিরমল নিরুপম হাসি;

বিনিন্দিত কাশপুষ্প তনু কমনীয়,
করতলে করতল, পদ্মে যেন পদ্মদল,
বিনীত-নয়না, চাহি পদযুগে স্বীয়।

নিকটে আসিয়া তার মৃদুল গুঞ্জনে
অমরী কহিল ভাষা জীবিতের দুঃখনাশা;—
তাপিত না হও দেহী, ভবতলে কেহ নাহি,
কলঙ্কিত নহে যেবা পাপ-পরশনে।

প্রবৃত্তির কুছলনে ভুলে নাহি কভু—
আপন প্রমাদ-বশে কিম্বা রিপুরাশি-রসে—
হেন নর নারী নাই—হবে না ক কভু ;

পরিপূর্ণ নির্ম্মলতা এ জগতে নাই,
পৃথিবীর নহে তাহা, সে বাসনা বৃথা স্পৃহা,
মানবমণ্ডলে কেহ ধরিয়া মানবদেহ
যদি করে সে বাসনা সে আশা বৃথাই।

যত দিন নরকুলে সকলে না হবে
সেই নির্ম্মলতাময়, পরিগত রিপুচয়,—
যত দিন কারো চিত্তে স্বেদবিন্দু রবে,

তত দিন একা কেহ এ ধরণী-মাঝে
রিপুময় দেহ ধরি কুবাসনা পরিহরি,
নিষ্কলঙ্ক সুধাজলে স্নাত করি হৃদিতলে,
নারিবে লভিতে জয় পুণ্যময় সাজে।

বিধির নিয়ম ইহা, অখণ্ড্য লিখন—
সমগ্র নরের জাতি ধরাতে একত্রে সাথী,
একত্রে উদয়, গত, একত্রে পতন।

যথা অনন্তের পথে গ্রথিত সুন্দর
গ্রহ শশী তারাকুল, অদৃশ্য বন্ধন-মূল,
কোন গ্রন্থি যদি তার ছিন্ন শ্লথ একবার
পাতাল ভূতল শূন্য ছিন্ন চরাচর।

কিন্তু যাঁর বিধি ইহা তাঁরি বিধি শুন,
দুষ্কৃতির আছে ক্ষয়, সন্তাপ অনন্ত নয়,
পরকালে আছে ভোগ, মুক্তি আছে পুনঃ।

চল সঙ্গে দেখাইব সে গতি তোমায়,
দেখাব তনয়া তব,   ধ'রে যার শূন্য শব,
ভ্রমিলে পৃথিবী'পর   ভিক্ষুবেশে নিরন্তর,
দেখিবে অদেহ এবে সেই দুহিতায়।

আগে এ শবের কর দাহ-সংস্কার,
মৃত্যুস্পর্শ দেহ যাহা   রাখিতে নাহিক তাহা,
অমৃত জীবের বাসে—বিধিবাক্য সার।

কহিল তখন ক্ষুব্ধ নরদেহধারী,
অমরীর দরশনে   স্নিগ্ধ ভীত স্তব্ধ মনে,
লোমকণ্টকিত কায়া,   বদনে অনিচ্ছা-ছায়া,
অস্থিসার শবে বাহু স্নেহেতে প্রসারি—

কেমনে কহ গো দেবি, অনলের তাপে
তাপিব ও কলেবর   আশৈশব নিরন্তর,
স্নেহে ভিজায়েছি যায় হরষ সন্তাপে!

দিয়াছি অমৃত ভেবে যাহার বদনে
পয়স নবনী ক্ষীর,   সুশীতল ভক্ষ্য নীর,
সুগন্ধ চন্দন চুয়া,   তাম্বুল কর্পূর গুয়া,
সে বদনে বহ্নিজ্বালা ধরিব কেমনে!

ভ্রমিয়াছি বহুকাল শ্মশানে শ্মশানে,
দেখেছি নিদয় মন   নর নারী কত জন
শ্মশানে করেছে দগ্ধ প্রিয়তম জনে;

দেখেছি পরাণে কেঁদে কত সুতা সুত
প্রিয়তম পিতা মুখে   সহাগ্নি করেছে সুখে,
স্বর্গরূপা জননীর   মুখাগ্নি করিয়া, নীর
আনিয়া ঢেলেছে ভস্মে—শাস্ত্র-অনুগত।

এ নির্দ্দয় প্রথা কেন, ওগো স্বর্গস্থতে ?
প্রিয়তম ভিন্ন আর সুসিদ্ধ নহে সৎকার—
এ প্রথা পালিতে প্রাণ দহে গুণযুতে।

সে বাক্য-শ্রবণে মুগ্ধ অমরী তখন
শবপাশে দাঁড়াইয়া, নিজমুখ অগ্নি দিয়া
দহিল কঙ্কালরাশি ; সঙ্গে লয়ে মর্ত্ত্যবাসী
উঠিয়া আকাশে ঊর্দ্ধে করিল গমন।

তৃতীয় পল্লব

চলিল গগনপথে অমর-সুন্দরী,
কিরণের রেখা মত, শোভা করি নীল পথ,
সুধাগন্ধে বায়ুস্তর পরিপূর্ণ করি।

মুদিত-নয়ন, ভীত, কম্পিত-শরীর,
অঙ্কদেশে দেহধারী, এবে শূন্য-পথচারী,
সুষুপ্ত প্রাণীর প্রায় স্বপনে যেন ঘুমায়,
উঠিতে লাগিল ভেদি অনন্ত গভীর।

উতরিল অবশেষে অমরী তখন
গগনের সেই দেশে, যেখানে নক্ষত্রবেশে,
অনন্ত ভূখণ্ডরাজি করয়ে ভ্রমণ।

প্রবেশে নক্ষত্রে এক সে তারারূপিণী ;
অঙ্ক হ'তে আপনার রাখিলা নিকটে তাঁর,
জীবদেহধারী নরে, যতনে তাহারে পরে
কহিলা মৃদুল স্বরে সুমিষ্টভাষিণী—

কহিলা চাহিয়া সুপ্ত মানবের পানে—
খোল চক্ষু, দেহময়, এ ভুবন শূন্য নয়,
ভ্রমিতে পারিবে হেথা যথা ধরাস্থানে।

সবিস্ময়ে দেহধারী দেখিল তখন,
চারি দিক্ কুহামর়— মর্ত্ত্যে যথা শৈলচয়
উন্নত বিনত তথা কুয়াসা তেমতি সেথা,
নহে সে নক্ষত্রবপু্ মণ্ডিতকিরণ।

আশ্বাসিত চমৎকৃত বিনীত বচনে
জিজ্ঞাসে তখন নর, এ কি পুনঃ ধরা'পর
আনিলে আমায় দেবি ঘুরায়ে স্বপনে ?

অমরী কহিল—দেহি, এ নহে পৃথিবী,
পৃথিবীর অনুরূপ, দৃঢ় কুহেলিকাস্তূপ,
অশ্বিনী নক্ষত্র নামে, ব্যক্ত যাহা ধরাধামে,
এই লোক সে নক্ষত্র—ভুলিও না জীবী।

যত দেখ তারারূপ অনন্ত-শরীরে,
সকলি ইহার প্রায় দৃঢ় স্থির ধাতু-কায়,
দূর হ'তে দেখা যায়—যথা সে মহীরে—

কিরণের রাশি মত—কিরণমণ্ডল ;
কিন্তু এ নক্ষত্ররাজি, অতরল শূন্যব্রাজী
মৃণ্ময় ধরার প্রায় দৃঢ়ীভূত সমুদায়,
মৃত জীবিতের বাস—প্রাণিময় স্থল।

রচিত খনিজরাজি পৃষ্ঠতলদেশ,
পারদ, রজত, সীস, শিলা, স্বর্ণ সুসদৃশ
কত ধাতু, মর্ত্ত্যে তার নাহিক উদ্দেশ।

কারো পৃষ্ঠে অবিরল কেবলি তুষার,
কারো অঙ্গে কুহাচয়, কেহ বা সলিলময়,
কেহ সূক্ষ্মাকাশ-বৃত, কারো অঙ্গে সদা স্থিত
অনল উত্তাপ তেজ—করিছে বিহার।

জ্যোতিঃ-বিশারদ গুরু ধরাতে যাহারা,
তাহারাই বহু ক্লেশে দেখে এ নক্ষত্রদেশে
স্বরূপ কিরূপ কার, কোথায় কি ধারা।

ধরাতে নক্ষত্র নামে ডাকে এ সকলে,
আমরা অদেহী প্রাণী অন্য নামে শূন্যে জানি,
এ সব বর্ত্তুলাকার ভুবন যত বিস্তার
জীবাত্মার কারাগার অন্তরীক্ষতলে।

তাপ বাষ্প বৃষ্টি ধূম ঝটিকা প্রভৃতি
যেখানে প্রধান যাহা, তারি অনুরূপ তাহা,
ইহাদের নাম হেথা—যার যে প্রকৃতি।

দেহত্যাগে জীব-আত্মা পরমাত্মাদেশে,
যাহার যে দুঃখ-ফল ভুঞ্জিবারে সে সকল,
যেখানে আদেশ পায় সেই সে মণ্ডলে যায়,
পৃষ্ঠতল ভেদ করি অন্তরে প্রবেশে।

যত কাল শেষ নহে জীবন-আস্বাদ
অনুতাপ-শিখানলে, তত কাল সেই স্থলে,
থাকে সে পরাণীপুঞ্জ ভুঞ্জিতে বিষাদ।

সে লালসা নির্ব্বাপিত হয় যেই ক্ষণে
সেইক্ষণে মুক্ত প্রাণী তেয়াগি শরীরী-গ্লানি,
সূর্য্য-আভা অবয়বে, প্রকাশিত পুনঃ সবে,
ত্যজয়ে সে লোকগর্ভ নিস্তাপিত মনে।

তাদেরি অঙ্গের শোভা কিরণ আকারে,
কাঁপি কাঁপি ঝিকি ঝিকি তারা-অঙ্গে ধিকি ধিকি,
চমকে মানবচক্ষে শর্ব্বরী আঁধারে।

পাপ-মুক্ত প্রাণীবৃন্দ বিহরে তখন
ব্রহ্মাণ্ড বেষ্টন করি, তাপিতের তাপ হরি,
হিতব্রতে সদা রত আপন সামর্থ্য মত,
বিধির বাঞ্ছিত কার্য্য করিতে সাধন।

কত হেন মুক্ত জীব মানবমণ্ডলে
ভ্রমে নিত্য নিশাকালে, ঘুচাতে ভ্রান্তির জালে,
দেখাতে সরল পথ বিপথী সকলে।

কত প্রাণী ধায় পুনঃ হরষে মগন
বিধির বাসনা যেথা গঠিতে নূতন প্রথা
নূতন আকাশ তারা, পৃথিবী নূতন ধারা,
নব রবি নব শশী নূতন ভুবন।

যে লোকে এখন তুমি দাঁড়ায়ে, মানব,
কুহালোক এই স্থান, কপটী পাপীর প্রাণ
নিহিত ইহার গর্ব্ভে—ক্ষুণ্ণপ্রভা সব।

মিথ্যা ভাষা প্রবঞ্চনা করিয়া ধারণ
যে প্রাণী ধরণী'পরে অন্যেরে ছলনা করে,
সকল পাপের মূল সেই সব জীবকুল
এই লোক-জঠরেতে ভুঞ্জে নিপীড়ন।

জীবিত জিজ্ঞাসে তাঁয়—কোথায় সে সব,
না দেখি ত কোন দেহ, কোথায় না দেখি কেহ,
কেবলি কুহেলি-রাশি—নিবিড় নীরব।

সঙ্গে এসো এই পথে ;—বলি দেবী শেষ
জীবিতের আগে আগে চলিল সে তলভাগে
সুবর্ত্ম দেখায়ে তারে ; আসি এক গুহা-দ্বারে
অন্ধকারে গুহা-পথে করিল প্রবেশ।

চতুর্থ পল্লব

প্রবেশি গহ্বর-মুখে শুনিল শরীরী
যেন কত প্রাণিরব একত্রে মিশিছে সব,
কলরবে সে প্রদেশ পরিপূর্ণ করি।

নিবিড় অরণ্য যথা মারুত-নিস্বনে
পত্র-ঝর-ঝর-স্বরে সর্ব্ব দিক্ পূর্ণ করে,
তেমতি অস্ফুট নাদ, ঘন স্বর সবিষাদ,
বহে স্রোতে নিরন্তর সে ঘোর ভুবনে।

ধূম্রবর্ণ বাষ্পরাশি—গাঢ়তর ঘন—
ভ্রমে সে প্রদেশময়, সর্ব্বত্র প্রসারি রয়,
তমাবৃত নিশামুখে যেমতি গগন;

কিম্বা যথা হিমঋতু-প্রদোষ-সময়
গাঢ় কুহেলিকা-জাল ঢাকে মহী তরু-ডাল,
সরোবর পথ ঘাট শূন্য গিরি নদী মাঠ
ধূসরিত কুহাধূমে লুকাইয়া রয়;

তেমতি কুহেলিচ্ছন্ন নিবিড় সে দেশ;
গোধূলি-আলোক মত ধীর ভাতি দূরগত
কদাচিৎ স্থানে স্থানে করিছে প্রবেশ।

আলো-অন্ধকারময় বিশাল ভুবন,
জটিল কুটিল গতি নানা দিকে নানা পথি
চলেছে ফিরেছে ঘুরে, এই লক্ষ্য কিছু দূরে
প্রবেশি তাহাতে কিন্তু অসাধ্য ভ্রমণ।

অসাধ্য ভ্রমণ যথা কোন সিদ্ধযোগে,
বিদেশী ব্রাজক যবে বুদ্ধি হত স্তব্ধ রবে,
কাশী-বক্ষে নিক্ষেপিত একা নিশিযোগে।

সতত স্খলিত পদ শরীরী মানব
চলে অমরীর পাছে ধীরগতি কাছে কাছে ;
চলিতে চলিতে ধীরে হেরে অন্ধকারে ফিরে
কত দিকে কত জীব সংখ্যা অসম্ভব।

হেরে দেহধারী ভয়ে রোমাঞ্চিত-কায়—
কবন্ধ সদৃশ সব বক্রগ্রীবা, ক্ষীণ-রব,
পশ্চাতে হাঁটিয়া চলে, পৃষ্ঠভাগে চায়,

না পায় দেখিতে অগ্রে—নেত্র নাসা মুখ
ঘুরান পৃষ্ঠের দিকে, কেহ নাহি চলে ঠিকে,
ঘুরুলে বায়ুর মত ঘুরিয়া বেড়ায় পথ,
বাক্য নিঃসারণে যেন কতই অসুখ।

চলে সবে করে চাপি কঠিন কর্ষণে
কণ্ঠতল মুহুর্মুহ, বেদনা যেন দুঃসহ
নিয়ত ব্যথিছে কণ্ঠ শ্বাস-প্রসারণে।

এত জীব চলে পথে, চলিবার স্থান
কষ্টে অতি মিলে নরে ; চলিল পথির'পরে
জটিল জনতা ঠেলি শত পদ যেন ফেলি
শতপদ বক্ষে চলি করয়ে প্রয়াণ।

দেহের উত্তাপে তারে জানি জীবকুল,
ভগ্ন ক্ষীণ ক্ষুণ্ন স্বর, পল্লবে যেন মর্ম্মর,
নির্গত নিশ্বাস-পথে—ব্যথায় ব্যাকুল,

কহিল—শরীরী প্রাণী স্থূল দেহ তব,
তুমি কেন হেথা নর, দুরন্ত এ গুহান্তর,
কোথা আদি কোথা অন্ত, না পাইবে সে তদন্ত,
এ কুহা-গহ্বর, নর, দুর্গম ভৈরব ;

কত কাল(ই) আছি হেথা—ভ্রমি এই ভাবে,
ঘুরিয়া ঘুরিয়া শ্রান্ত, তবু পদে পদে ভ্রান্ত,
চিনিবারে নারি পথ—তুমি কোথা পাবে ?

আলোকে ভ্রমণ সদা অভ্যাস তোমার,
অহে দেহধারী নর, শীঘ্র ত্যজ এ গহ্বর,
আত্মাময় দেহ ধরি আমরা ভ্রমণ করি,
আমাদেরি নেত্রপথে নিশি এ আঁধার।

নিবারি ফিরিয়া যাও।—তখন শরীরী
কহিল, হে আত্মাময়, তব চক্ষে দৃশ্য নয়,
আমি কিন্তু যাব এই অন্ধকার চিরি,

সঙ্গে হের কে আমার।—বলিয়া সঙ্কেতে
দেখাইল জ্যোতির্ম্ময়ী ; নিরখি সবে বিস্ময়ী,
শশব্যস্ত আথান্তর, বদনে বিস্তারি কর,
পালায় পাপাত্মাগণ নিশি যথা প্রাতে ;

কিম্বা পিপীলিকা-শ্রেণী দলিলে চরণে
চৌদিকে যেরূপে ধায়, সেইরূপে হেরি তাঁয়
পালাইল পাতকীরা সে কুহা-গহনে।

প্রবেশে গহ্বর মধ্যে অমরী পশ্চাতে
শরীরী পরাণী এবে, চলে ধীরে ভেবে ভেবে ;
কাতর অন্তরে অতি ভয়ে ভয়ে করে গতি,
দেখে জ্বলে গুহালোক—দীপ যথা বাতে।

না যাইতে বহুদূর শরীরী হেরিল
বদনে গুণ্ঠনাবৃত আত্মা-দেহী শত শত
চলে ধীরে, কভু দ্রুত, কখন শিথিল ;

চলে পথে, চলনের গতি চমৎকার—
যষ্টি বাড়াইয়া ধীরে, পদ ফেলি দেখে ফিরে,
এই চলে এক ধারে, মুহূর্ত্তে অপর পারে,
ক্ষণে পূর্ব্ব, ক্ষণে পরে পশ্চিমে আবার।

শরীর-গুণ্ঠনে ছাপ কত রঙে আঁকা,
কি যেন কক্ষের তলে লুকায়ে সতর্কে চলে,
খঞ্জগতি—কক্ষে যেন বিন্ধিছে শলাকা।

আচ্ছাদন অবয়ব ভাষা বর্ণ বেশ,
দেখিল এত প্রকার, বিভিন্ন সে সবাকার,
দেখিয়া ভাবিল দেহী, ধরা বুঝি শূন্য-গেহী,—
এত জাতি এত জীব ভুঞ্জে সেথা ক্লেশ!

নিকটে আসিবা মাত্র মিষ্ট আলাপন,
মৃদু সম্ভাষণ করি, দ্রুতগতি অগ্রসরি,
দাঁড়াইল হাস্য-মুখে শত শত জন।

এত মধুপূর্ণ বাক্য মুখেতে সদাই—
যেন বা মিত্রতা কত, স্নেহ মায়া পূর্ব্বগত,
স্মরি যেন হৃদিতল কতই সুখে বিহ্বল,
তত আপনার আর কেহ যেন নাই!

চাহি অমরীর মুখ মানব তখন—
হে দিব্যাঙ্গি! কহ এ কি, নেত্রে না কখন দেখি
জনপ্রাণী ইহাদের, তবে কি কারণ

এরূপে সম্ভাষে সবে?—জ্যোতির্ম্ময়ী বলে,
ও কথা শুনো না কাণে, চেয়ো না ওদের পানে,
ওরা জীব-নরাধম! বলিয়া ঘুচাতে ভ্রম,
মুখের গুণ্ঠন তুলি দেখায় সকলে।

নরদেহী চমৎকৃত ত্রাসিত অন্তরে,
সবারি ললাটভাগে, দেখিল অঙ্কিত দাগে—
"প্রতারক"—লেখা দগ্ধ শলাকা-অক্ষরে।

তখনি জীবাত্মাগণ কাঁপিতে কাঁপিতে,
ঊর্দ্ধপদে নিম্নশিরে, ঘুরিয়া ঘুরিয়া ফিরে,
করে ঘোর আর্ত্তনাদ, না পারে ফেলিতে পাদ,
রুদ্ধশ্বাসে উড়ে যেন, না পারে থামিতে,—

মুখে বলে—হায় হায়! ধরায় তখন
কেন বা চাতুরি করি পরের সর্ব্বস্ব হরি,
যাপিয়া জীবনকাল—ভুঞ্জি এ যাতন!

রোষ-কষায়িত নেত্র, অধর সৃক্কনে,
ঘৃণাভাস বিলেপিত, অমরী চলে ত্বরিত,
মানব-দেহীরে লয়ে; পশ্চাতে বিস্মিত হয়ে
শরীরী চলিল ধীরে সে কুহা-গহনে।

চলিল—বধির কর্ণ আত্মা-কোলাহলে,
কেহ নাহি শুনে কায়, সম্ভাষে সবে সবায়,
বিকলিত কত রূপ অস্ফুট কাকলে।

চলেছে সে আত্মাগণ নিরানন্দ মন,
চলিতে চলিতে হায়, অদ্ভুত ভীম প্রথায়,
ছিন্ন গ্রীবা সহ তুণ্ড, অন্য কাঁধে বসে মুণ্ড,
কার মুখে কার জিহ্বা ভীষণ-দর্শন!

অন্ত নাই—ক্ষান্তি নাই—গতি অবিচ্ছেদ;
মাঝে মাঝে ঘোরতর মুখে বেদনার স্বর,
নিশাচর প্রেত-প্রায় তম করে ভেদ।

জিজ্ঞাসে অমরী চাহি দেহধারী প্রাণী,
কি কারণে আর্ত্তনাদ করে এরা—কি বিষাদ,
কি তাপে অন্তর দাহে ? কেন বা ওরূপে চাহে—
বনভ্রষ্ট যূথ যেন হেরে অরণ্যানী।

কহিলা অমরীমূর্ত্তি—করিছে ভ্রমণ
এই সব জীব হেথা, কত কাল এই প্রথা,
সেই কথা মনে যবে করয়ে স্মরণ,

যখনি হৃদয়তলে প্রবেশে প্রত্যয়—
না পাবে উদ্দেশ্য-স্থান, না পাবে পথ-সন্ধান,
ছায়ারূপে দূরে থাকি হইবে চক্ষের বালি,
প্রকাশে তখনি স্বরে নিরাশের ভয়।

দেহধারী তুমি জীব বুঝিবে কিঞ্চিৎ,
কি দুঃসহ সে যাতনা, কি নিরাশা সে কল্পনা—
বাসনা থাকিতে চিত্তে ফলেতে বঞ্চিত।

মিথ্যুক পাপাত্মা এরা—ধরাতে থাকিয়া,
জড়ায়ে অসত্য জাল কাটিলা জীবনকাল,
এবে ভুঞ্জে ফল তার, এখনও চিত্তবিকার ;
দ্বিধানলে জ্বলে নিত্য এখানে আসিয়া।

চল আগে—বলি দেবী, হয়ে অগ্রসর
দাঁড়াইলা এক স্থানে ; শরীরী উৎসুক প্রাণে,
পুনর্ব্বার চারি দিকে চাহিল সত্বর।

দেখিল সম্মুখে এক ভীমাকার বন,
ঘনতর কুয়াসায় আবৃত সে বনকায়,
দেখিল জঠরে তার করিছে ভ্রমণ—

কত জীব-দেহছায়া কত রূপ ধরি,
কদলীপত্রের প্রায় সতত কম্পিত হায়,
ভীত-দৃষ্টি মনঃক্লেশে হেরে সদা পৃষ্ঠদেশে,—
পৃষ্ঠদেশে যমদূত ছোটে দণ্ড ধরি।

সে বনের চতুর্দ্দিকে বিকট নিনাদ
উঠে নিত্য ঘোরোচ্ছ্বাসে, আত্মাকুল মহাত্রাসে
করে ঢাকি শ্রুতিতল করে আর্ত্তনাদ।

বিকট বিদ্যুৎ-ছটা মাঝে মাঝে তায়
পড়ে অরণ্যের গায়, আত্মাকুল দগ্ধপ্রায়,
হা হতোস্মি শব্দ করি, বৃক্ষবিবরেতে সরি
লতাগুল্ম-অন্ধকারে আতঙ্কে লুকায়।

সেখানেও নাহি শ্রান্তি যাতনা সন্ত্রাসে,
বিবর কোটর-গায়, যেখানে লুকাতে যায়,
সেইখানে গন্ধকীট উড়ে চারি পাশে,

কর্ণমূল গণ্ডদেশে কটূল ঝঙ্কারে,
ভ্রমে সদা লক্ষ লক্ষ, ছড়ায়ে বিষাক্ত পক্ষ,
উড়ে উড়ে চারি ধারে, আকুল করে ঝঙ্কারে,
ব্যথিত জীবাত্মাকুল দংশন-প্রহারে।

দেখে নর আত্মা-দেহ সে বন ভিতরে
কত হেন গিরিকূটে, নদী গুহা লতাপুটে,
কাঁদিতে কাঁদিতে কাঁপে বিবরে বিবরে।

বিবর ছাড়িতে নারে বিদ্যুতের ভয়ে,
ভিতরে দুর্গন্ধময়, কর্ণমূলে কৃমিচয়
ঝঙ্কারে বিষণ্ণ তানে, বধির করিয়া কাণে,
অধীর জীবাত্মাকুল বিবর-আশ্রয়ে।

হেন অন্ধকার দেশ, যেন নেত্র-পথে
গুরুতর কোন ভার, দৃষ্টি রোধে অনিবার,
না সরে, না হয় ভেদ, কভু কোন মতে।

কত আত্মা সে দুঃসহ তিমির-পীড়নে,
করি ঘোর আর্ত্তধ্বনি, বিদ্যুতাভা শ্রেয় গণি,
বিবর ছাড়িতে চায়, ছাড়িতে না পারে তায়,
এবে তমসায় অন্ধ দৃষ্টির বিহনে।

দেহধারী মানবেরে অমরী সম্ভাষে—
নিরানন্দ এই সব, জীববৃন্দ, হে মানব,
দেখিছ এখানে যত ভীত হেন ত্রাসে ;

কূটজীবী প্রবঞ্চক যতেক দুর্ম্মতি,
ধরাতলে বঞ্চনায় ছলিলা কত প্রথায়,
আপন হিতের তরে সতত পরস্ব হরে,
হের হে সে পাপীদের হেথা কিবা গতি।

হের কি দুর্গতি—কিবা বিশীর্ণ মূরতি!
জীবনে দুষ্কৃতি যত, আগে ছিল স্মৃতিগত,
এবে কীটরূপে শত বধিরিছে শ্রুতি।

না পারে সহিতে পূর্ণ আলোকের ছটা,
কিরণ দেখিলে কাঁপে, নিত্য দহে চিত্ত-তাপে,
অদেহী চিত্তের দাহ—দুরন্ত বিষপ্রবাহ,
ছুটিছে অন্তর-তটে করি ঘোর ঘটা।

দেখ দেহী, অই স্থান—বলিয়া আবার
অমরী দেখায়ে তায়, সেই দিকে ধীরে যায়,
দেহধারী নিরখিল সঙ্কেতে তাঁহার।

দেখিল মরুপ্রান্তরে জীবাত্মা ছুটিছে
পতঙ্গপালের মত, মধ্যস্থলে কূপগত
কত জীবাত্মার রাশি, খেদবাণী পরকাশি,
কূপগর্ভে নিরন্তর অনলে পুড়িছে !

কূপের নিকটে তবে অমরী আসিয়া
দেখাইল মানবেরে, স্তম্ভিত শরীরী হেরে,
অনলের হ্রদে জীব চলেছে ভাসিয়া ;

ক্ষুদ্রমুখ, কূপগর্ভ বিশাল ব্যাদান,
লক্ষ লক্ষ অহি তায় অনল মাখিয়া গায়,
লোল জিহ্বা প্রসারিয়া, লেহিছে জীবাত্মা-হিয়া,
নাচিয়া প্রমথগণ করিছে সন্ধান।

বিকট কার্ম্মুক ধরি তীক্ষ্ণতর শর,
কূপগর্ভে নিরন্তর, আত্মাকুল জরজর—
শরজ্বালা অহিদন্ত দংশনে কাতর।

যখন অস্থির সবে তীব্র বেদনায়,
অন্ধকারে দৃষ্টি করি, কূপ-পার্শ্ব ধরি ধরি,
ঊর্দ্ধেতে উঠিতে যায়, তখনি সে সবাকায়
ভূতগণ শর ক্ষেপি গহ্বরে ফেলায়।

ছায়ারূপী কত আত্মা সে প্রান্তরময়
শীর্ণ ক্লিষ্ট হৃতশ্বাস, হৃদয়ে হৃত বিশ্বাস—
কাহারও কথায় কেহ না করে প্রত্যয়।

জননী বিশ্বাসী নয় আপন তনয়ে !
পুত্রে না প্রত্যয়ে মায় ! পিতা দ্বিধে তনয়ায় !
অবিশ্বাসী পতিপ্রিয়া ! অবিশ্বাসে দগ্ধ হিয়া
মিত্রে না পরশে মিত্র প্রতারণা-ভয়ে !

আত্মাকুল এই ভাবে ভ্রমে সে কান্তারে ;
শ্রান্ত হয়ে কভু ধায় লভিতে তরু-আশ্রয়—
পল্লব-শোভিত তরু কান্তারের ধারে।

তরুতলে আসে যেই, তুলিয়া মর্ম্মর,
হেন বিষাদের স্বর, ধরে লতা-পত্র-থর,
যেন বা উন্মত্ত বেশ, কেহ তরুমূল-দেশ,
কেহ শাখা পত্র ছিঁড়ে অধৈর্য্যে কাতর।

তখন সে পত্রদল বৃশ্চিক-আকারে,
শূন্য হ'তে নিত্য ঝরে জীব-আত্মা-দেহ'পরে,
বিষাক্ত দংশনে দগ্ধ করয়ে সবারে।

পালায় জীবাত্মাবৃন্দ উধাও হইয়া,
বদন বিকৃতাকার, নিকটে না আসে আর,
ভ্রমে তমোময় পথে অপূরিত মনোরথে,
গহ্বরের কুহেলিতে অদৃশ্য থাকিয়া।

অমরী শরীরী চাহি কহিলা—হে দেহি,
এই ক্রম বিষগর্ভ, শাখা শিখা পত্র পর্ব্ব,
তীব্র বিষপূর্ণ—গন্ধে নাহি জীয়ে কেহি।

ধরাতে "উপাস" নামে এ তরু আখ্যাত ;
যে যায় ইহার তলে, যে পরশে পত্রদলে,
যে শরীরে পড়ে ছায়া, তখনি সে জীর্ণ কায়া,
নির্ঘাত জীবন-মূলে তখনি আঘাত।

হেরিলা ধরিত্রীবাসী সে গাঢ় কুয়াসা,
গহ্বর আচ্ছন্ন যায়, দুরন্ত প্রভা-ছটায়,
কখনও উড়িয়া যায়—দিশি পরকাশা।

তখন গহ্বরগত জীবাত্মা-মণ্ডলী
ভোগে যে দুর্গতি কত, দেখিলে হৃদয় হত,
পড়ি জড়রাশি-প্রায় প্রান্তর অরণ্য ছায়,
নত গ্রীবা ভুজতলে করিয়া কুণ্ডলি।

না পারে দেখাতে মুখ কেহ অন্য কারে,
জড়ীভূত জীর্ণ কায়া, সেই সব জীব-ছায়া,
নিশ্চল—নির্ব্বাক্—যেন ভুজঙ্গ তুষারে।

যমদূত ভয়ঙ্কর আসিয়া তখন
প্রত্যেক কুণ্ডলীকৃত পাপাত্মারে করি ধৃত,
তীব্রালোকে তুলি মুখ, খুলিয়া দেখায় বুক—
হেরিয়া শরীরী ভয়ে পাণ্ডুর বরণ।

স্বচ্ছ স্ফটিকের প্রায় হৃদয়ের তল
দেখা যায় সে কিরণে,— লেপিত যেন অঞ্জনে,
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কত ছিদ্রপূর্ণ ক্ষতস্থল!

আপনি ফুলিতে কভু আপনি ফাটিছে
সেই সব ছিদ্রমুখ; ছিন্ন ভিন্ন করি বুক,
ক্ষতস্রাব মাখি গায়, কোটি কৃমি ভ্রমে তায়,
ছিদ্রে ছিদ্রে ছুটে ছুটে কলিজা কাটিছে!

কত ভীতিপূর্ণ স্থান হেরিলা শরীরী,
গাঢ় কুজ্ঝটিকাময়, সে ঘোর পাপী-আলয়,
অমরীর সঙ্গে সঙ্গে ভয়ে ভয়ে ফিরি।

ভ্রমিতে লাগিলা দেবী দেখায়ে নরেরে,
ধরাতলে খ্যাতিমান্ কত মিথ্যুকের প্রাণ,—
প্রতারক ছদ্মভাবী, বকধর্ম্মী আত্মারাশি—
এখন নিরুদ্ধ সেই গহ্বরের ঘেরে।

দেখাইলা মানবেরে অমরী সেথায়,
বৃক্ষ-বিবরেতে স্থান, বসি কোন নর-প্রাণ,
রুদ্ধকণ্ঠ গতশ্বাস টানিছে জিহ্বায়।

বসিয়া "তৈথস ওট"* বিকট বদন ;
গন্ধকীট অবিরত উড়িয়া পড়িছে কত,
চক্ষু মুখ নাসিকায়, তাড়াইছে সে সবায়,
অজস্র অশ্রুর ধারা ঝুরিছে নয়ন !

শূন্য হ'তে অনিবার ক্ষিপ্ত ভস্মরাশি,
উত্তপ্ত কঙ্করবৎ, রোধি নাসা ওষ্ঠপথ,
ব্রহ্মতালু-তল দগ্ধ ছার ভস্ম গ্রাসি।

করে করতল ঘাতি প্রেতরূপধারী
চারি দিক্ ঘেরি তার, ছাড়ি ঘোর হুহুঙ্কার,
শব্দে বিদারিছে প্রাণ, বদ্ধমূল নিরুত্থান,
মৌন ভাবে কাঁদে জীব উরসে প্রহারি !

হেরিল অমরী-বাক্যে অগ্রে চাহিয়া,
বদনে জড়ান কর, "এণ্টনি" বিষণ্ণস্বর,
"কাইসরের" মৃত তনু সম্মুখে পড়িয়া,

বদনে বিলাপ করে হৃদি বিদারিয়া ;
সে প্রাণী কাছে তখন আসিয়া শুনিল ধ্বনি ;—
শুনিল এ নহে তাহা, "সপ্ত-গিরি রোমে" যাহা
কপটী শুনায়েছিল জগৎ মোহিয়া।

অন্য দিকে হেরে ফিরে গহ্বর ভিতরে,
ললাটে গভীর রেখা, ঘুরিছে জীবাত্মা একা,
ঘুরে যথা অন্ধ বৃষ তৈলচক্র ধরে !

* Titus Oates.

ভ্রমে জীব শলাবিদ্ধ নয়নে নেহারি,
পৃষ্ঠরেখা বক্রভাব, ওষ্ঠাধরে লালাস্রাব,
সম্মুখেতে শিলাতলে রেখাঙ্কিত অশ্রুজলে
ব্যসনের পাষ্টী ঘুঁটি পড়েছে প্রসারি।

শরীরী জিজ্ঞাসে—কার আত্মা এ পরাণী?
অমরী কহিলা তায়, কটাক্ষ কূট প্রভায়,
ভারত-কলঙ্ক অই কুটিল শকুনি।

বলিয়া নির্দ্দেশ কৈলা হেলায়ে অঙ্গুলি;
শরীরী ফিরায় আঁখি সেই দিকে দৃষ্টি রাখি,
হেরে এক কৃষ্ণাসন, ক্লেদপূর্ণ কুগঠন,
শৈলের অঙ্গেতে গাঁথা—শূন্যে কেতু তুলি।

এখন আসন শূন্য, অমরী কহিলা,
কিন্তু ঐ শিলাখণ্ডে বিধির বিহিত দণ্ডে,
সত্যরূপী যুধিষ্ঠির সন্তাপ ভুঞ্জিলা;

একমাত্র মিথ্যা বাণী বলিলা জীবনে—
সেই পাপে এ আলয়ে মনস্তাপে দগ্ধ হয়ে,
কুন্তীপুত্র ধর্ম্মধর, দ্বাপরে প্রসিদ্ধ নর,
সে পাপ খণ্ডিলা আসি এ তাপভুবনে।

তারি চিহ্ন-হেতু এই শিলার আসন,
চিরন্তন বদ্ধ হেথা, অলঙ্ঘ্য নিয়ম প্রথা
জানাইতে শৈল-অঙ্গে কেতু-নিদর্শন।

দেখ, দেহি, কত আত্মা সন্ত্রাসিত এবে
কাঁদিছে ওখানে বসি, নেত্রমণি গেছে খসি,
মুখে শব্দ হাহাকার, শ্রবণে কীট-ঝঙ্কার,
জীবনে অসত্য খল ছলনায় সেবে।

পরিহরি সে প্রদেশ চলিল দক্ষিণে ;
অকস্মাৎ কোলাহল, যেন চলে স্রোতোজল,
চতুর্দ্দিক্ হ'তে সেথা প্রবেশে শ্রবণে।

এত অন্ধতম কুহা সে দুর্গম স্থানে,
কোথা হ'তে কোলাহল, কোথা বা আত্মা সকল,
কিছু নাহি দৃশ্য হয়, খালি ভীতি শব্দময়
কলরব ভয়ঙ্কর প্রবেশিছে কাণে।

সেখানে পশিতে নর দেখিল সভয়ে
জ্যোতির্ম্ময়ী ক্ষণে ক্ষণে, যেন দ্বিধাযুক্ত মনে,
ভাবে কোন্ দিকে পথ কুহা অন্ধ হয়ে।

হেনরূপে চলে দোঁহে—শুনে অকস্মাৎ
পশ্চাৎ পারশদ্বয় উচ্চ নাদে পূর্ণ হয়,
যেন আত্মা কত জন অন্ধকারে অদর্শন,
বলিতেছে ঘোর স্বরে বচন নির্ঘাত—

সাবধান—সাবধান, সম্মুখে গহ্বর,
অতল পাতালস্পর্শ, অসীম ভীম দুর্দ্ধর্ষ,
কে যাও, নিরস্ত হও—নহিলে সত্বর

পড়িয়া প্রপাত-মুখে ছুটিবে এখনি
সে অতল তলদেশে, কে যাও শরীরী-বেশে,
ক্ষান্ত হও—ক্ষান্ত হও, অইখানে স্থির রও,
পাদমাত্র নিক্ষেপিলে নিপাত তখনি।

কপালে ঘর্ম্মের বিন্দু স্তব্ধ কলেবর
শরীরী দাঁড়ায় সেথা, নেহারে অপূর্ব্ব প্রথা,
দুরন্ত প্রপাত ছোটে শব্দে ভয়ঙ্কর।

নেহারি পাতাল-দেশ দেহীর পরাণ
আকুল হইল ভয়ে, যেন মৃগীগ্রস্ত হ'য়ে
হেরে ঘুরে শূন্য দিক্, নেত্রপাতা অনিমিখ,
পড়ে পড়ে যেন স্রোতে হারাইয়া জ্ঞান।

দেখিয়া অমরী নরে ধরিল তখনি,
মুহূর্ত্তে দিলা চেতন ; শরীরী বিহ্বল-মন,
কহিল, না থাক হেথা, হে দেবনন্দিনি,

অন্য কোথা লয়ে চল—দেখ দেহে চাহি।
অমরী ভাবিয়া দুখ হেরে লোমকূপ-মুখ
কণ্টকে আচ্ছন্ন যেন, পুলকিত দেহ হেন,
কহিলা আশ্বাসি নরে, প্রয়োজন নাহি

প্রবেশি এ দুর্গমেতে—ও গুহা গহ্বিত,
বিধির বিধান-বলে, আত্মাকুল-অশ্রুজলে,
পরিপূর্ণ চিরকাল—নিত্য উচ্ছ্বসিত।

বিষম দুঃখের ভাগী বিশ্বাসঘাতক
মর্ত্ত্যলোকে যত জন মিত্রঘাতী ক্রূর-মন—
অই পাতালের তলে। চল যাই অন্য স্থলে
নিরখিতে অন্যরূপ পাপের নরক।

পঞ্চম পল্লব

উঠিলা অমরী এবে অন্য তারালোকে ;
অঙ্ক হ'তে রাখি নরে, কহিলা সুমিষ্ট স্বরে,
স্বাতি নামে ধরাতলে বলে যে আলোকে,

এই সে নক্ষত্র দেখ।—নেহারে শরীরী,
নিরন্তর বৃষ্টিধারা, পারদের ধারাকারা,
সে ভুবন-শূন্যতলে ; যথা শ্রাবণের জলে
স্নাত মহীতলে সদা বায়ু বন গিরি।

পড়ে ধারা ক্ষণকাল নাহিক বিরাম—
পড়ে সে ভুবনময়, জীব-আত্মা দৃশ্য নয়,
হিমানীর মরু যেন—নীরদের ধাম।

প্রবেশিল নরে লয়ে অমরী তখন
অন্তর-ভিতরে তার, হেরে দৃশ্য ভীমাকার,
শরীরী কম্পিত দেহ, কপালে স্বেদের স্নেহ
দেখা দিল বিন্দু বিন্দু—নিশ্চল নয়ন।

দেখিল জ্বলিছে আলো সে লোক-জঠরে
রক্তবর্ণ ঘন ছটা, চারি দিকে ভীম ঘটা,
নিশাকালে জ্বলে যথা বেলা-স্তম্ভ'পরে

উৎকট লোহিত আভা—জানাতে নাবিকে
কোথা গিরি জলমগ্ন, কোথা সিন্ধুপোত ভগ্ন
লুক্কায়িত জলতলে, কোথা বা ভাসিয়া চলে
চঞ্চল বালুকাচর—বর্ত্ম কোন দিকে।

অথবা শৈলশিখরে যুদ্ধকালে যবে
জ্বালে ঘোর দীপ্ত জ্বালা সৈনিক-প্রহরী-মালা
কুহাবৃত নিশিকোলে লুকায়ে নীরবে।

সে আভার প্রতিভাতি অণুমাত্র ভাব
বুঝিবে দেখেছে যারা, নিশীথের তারাকারা,
রক্তবর্ণ কাচপিণ্ড, ধরি যাহা পোতদণ্ড,
ভাগীরথীজলে ভাসে জানায়ে প্রভাব,

দেখিতে তেমতি ছটা; অথবা যেরূপ
লৌহ-অশ্ব ধাবে যবে ত্রিযামায় ঘোর রবে,
যামিনী ধরণী শূন্যে করিয়া বিদ্রূপ,

ধবক্ ধবক্ জ্বলে আভা কেশর-পুচ্ছেতে,
চলে যেন অজগর রক্তচক্ষু ভয়ঙ্কর,
ধস্ ধস্ হেসা-হ্রাস বহে নাসিকার শ্বাস
নানা জাতি নরবৃন্দে উড়ায়ে পৃষ্ঠেতে।

জ্বলে সেইরূপ আলো প্রচণ্ড উৎকট ;
প্রভাতেই যেন তার চারি দিক্ অন্ধকার,
ঝলসিত-চক্ষু নর ভাবিল সঙ্কট।

কম্পিত শরীরী-দেহ আলোক নিরখি ;
সর্ব্বাঙ্গ শরীরময়, ভয়েতে তেমতি হয়,
ঘুমাইয়া অকস্মাৎ অহি-দেহে দিয়া হাত
অন্ধকার গৃহে যথা জাগিলে চমকি।

না যাইতে বহুদূর শুনে ঘোর নাদ
উচ্চ স্বরে আত্মা-মুখে— শেল বিন্ধে যেন বুকে—
শুনিলে কেমনি যেন চিত্তে অনাহ্লাদ।

শুনিল উঠিছে স্বর শ্রবণ বিদারে—
ত্রাহি ত্রাহি ত্রাহি জীবে, নিবে-নিবে নাহি নিবে,
কি দুরন্ত দাহ অরে, দহে দেহ স্তরে স্তরে,
কি আছে ব্রহ্মাণ্ডমাঝে এ তাপ নিবারে!

আর্ত্তনাদ শুনি নর আত্মাময়ী সনে
চলিল যে দিকে স্বর, হেরিল হ'য়ে কাতর
আর্ত্তনাদকারী সেই আত্মাদেহিগণে।

দেখিল ললাট বক্ষে "হত"-চিহ্ন লেখা
দগ্ধ লৌহ-শূলধারে, নিরখিল সে সবারে—
নিবদ্ধ দেহের'পর অঙ্গার সদৃশ কর,
অঙ্গ অবয়ব চক্ষে নিরাশার রেখা।

তাদের নিকটে আসি শরীরী পরাণী
কহিল—"হে জীবময়, আমাদের গতি নয়,
হেরিবারে তোমাদের এ দুর্গতি গ্লানি ;

সে নিষ্ঠুর কৌতুকের পরবশ নহি ;
এসেছি খুঁজিতে তায়, হারায়েছি মর্ত্ত্যে যায়,
এসেছি মায়ার ডোরে বদ্ধ হ'য়ে এই ঘোরে,
আমিও ধরেছি দেহে জীবনের অহি !

জানি জ্বালা, আত্মাময় সন্তাপে কেমন ;
শরীরীর সাধ্য যাহা, কহ এবে শুনি তাহা,
বলিতে সে কথা যদি না থাকে বারণ ;

কহ কি কারণে সবে বিকৃতের প্রায় ?
কি হেতু দেহের'পর এরূপে নিবদ্ধ কর ?
কারও পৃষ্ঠে, কারও বুকে, কারও কটি জঙ্ঘা মুখে—
ভ্রমণ শয়ন গতি পঙ্গুর প্রথায় ?

বুঝিলা কণ্ঠের স্বরে জীবাত্মা-মণ্ডলী ,
নরে দেখি নিরখিয়া, নেত্রকোণে দগ্ধ হিয়া
অশ্রুধারারূপে যেন উথলিল গলি ।

কহিল, হে দেহধারি, জীবে যত দিন
লিখ জীবনের মূলে তপ্ত শলাকার শূলে
এ দগ্ধ জীবের কথা— কেন হেথা হেন প্রথা
আমাদের আত্মাময় জীবন মলিন !

ছিলাম ধরণী-ধামে আমরা যখন
তোমারি মতন দেহে, দয়া মায়া ক্ষমা স্নেহে
না দিয়াছি হৃদিতলে আশ্রয় তখন,

স্বার্থ পদ লালসাতে, লোভের দহনে,
অন্ধ হ'য়ে জীব-দেহে, দূরে ফেলি দয়া স্নেহে,
যেথা কৈনু অস্ত্রাঘাত সে অঙ্গে তাহার হাত
নিবদ্ধ এখন, হায়, অচ্ছেদ্য বন্ধনে!

সাধ্য নাই, আশা নাই, খুলিতে—তুলিতে,
বক্র ভগ্ন বিকলাঙ্গ, আশা মোহ শান্তি সাঙ্গ,
ছিন্ন দেহে ছন্ন জীবে হতেছে কাঁদিতে!

বলিয়া উচ্ছ্বাসে সবে ভীষণ চীৎকার,
শুনিয়া শরীরী নর শ্রবণে তুলিল কর,
সেরূপ মরমভেদী আর্ত্তনাদ আয়ুচ্ছেদী
ধরাতলে নাহি কিছু তুল্য তুলনার।

অমরী-আদেশে এবে দুঃখিত মানব
চলিল হৃদয় চাপি, তেয়াগি সে মহাপাপী
খেদপূর্ণ আত্মাকুল সেখানে যে সব।

ক্ষণেক চলিতে পথে নাসারন্ধ্র পূরি
উঠিল এমনি ঘ্রাণ, হেন তীব্র অনুমান,
অস্থির শরীরী জীবী, দেখিয়া বুঝিলা দেবী,
নিবারিলা সে দুর্গন্ধ সুধাগন্ধ ঝুরি।

কহিলা আশ্বাসি—দেহি, না হও ত্রাসিত,
দেহেতে যা কিছু ক্লেশ যখনি হবে প্রবেশ,
তখনি কহিও, তাহা হবে নিবারিত।

বলি পুনঃ অগ্রসর : পশ্চাতে শরীরী
বাক্‌শূন্য মন্দগতি চলিতে লাগিল পথি,
চতুর্দ্দিকে নিরখিল, দেখিতে অতি পিচ্ছিল,
রুধিরাক্ত মৃৎ যেন রয়েছে বিস্তারি।

নিকটে আসিয়া আরও দেখিল মানব
ফুটিছে সে মৃৎবৎ যথা সিদ্ধ অন্ন-ক্বথ,
বাষ্পাকারে ধূম তায় উথলি ছুটে বেড়ায়,
ফুটে ফুটে উঠে নিত্য—নিয়ত উদ্ভব।

তেমতি দেখিতে যথা পচা গন্ধময়
"সুন্দরী"-অরণ্য-কোলে, শুষ্ক খাল বিল খোলে
অপক্ব পঙ্কের রাশি ছড়াইয়া রয়!

পরশনে সে কর্দ্দম মানবশরীরে
আপাদ মস্তক যুড়ে সর্ব্ব অঙ্গ যেন পুড়ে,
কাতরে কহিল নর চাহি অমরীরে—

প্রাণ যায়, প্রভাময়ি, দগ্ধ হয় দেহ!
দেহে না দহন সয়, নিশ্বাস নির্গত নয়,
নাহি মারুতের লেশ, কণ্ঠে যেন ফাঁসে ক্লেশ,
হৃৎপিণ্ড ফেটে যায়—ভাঙ্গে যেন কেহ!

দাহক্ষত পদতল শরীর আনন,
জ্বলে যেন তপ্ত বালু, পিপাসায় শুষ্ক তালু,
ধূলিবৎ জিহ্বারস—না সরে ভাষণ!

বলিয়া মূর্চ্ছিতবৎ পড়িল মানব।
শীতল আয়ু-সঞ্চারী নিজ শ্বাসে মূর্চ্ছা হরি,
অমরী তুলিলা তায়, উর্ণনাভ-জাল-প্রায়
নিজ গুণ্ঠনেতে ঢাকি সর্ব্ব অবয়ব।

নরে চাহি কহে দেবী—এখন শরীরি,
ভ্রমিতে পারিবে হেথা অখিন্ন অমর-প্রথা,
শীত গ্রীষ্ম বৃষ্টি তাপ সকলি নিবারি।

আশ্বস্ত শীতলদেহ শরীরী তখন
পুনঃ সে মৃত্তিকা'পরে প্রবেশে সাহস ভরে,
অগ্রভাগে দেবীমূর্ত্তি, উৎফুল্ল নয়নে স্ফূর্ত্তি,
ধীরে ফেলি চারু পদ করেন ভ্রমণ।

বুঝিল মানব এবে সে মৃৎপরশে,
পঙ্ক যথা জলসিক্ত, রুধিরের ধারা-পৃক্ত,
পৃচ্ছিল তরল তথা চরণ-ঘরষে;

দেহভারে মৃৎ যেন ঘুরিয়া বেড়ায়।
দেবীরে সহায় করি চলে নর পঙ্কোপরি,
লোহস্রাবে সুদুর্গম ভয়ঙ্কর সে কর্দ্দম,
পদে পদে স্খলে পদ—স্থির নহে তায়।

বহিছে প্রবাহ এক সে পঙ্কিল দেশে
কালির সরিৎ যেন, কালভর ঘূর্ণ ঘন
ভীষণ তরঙ্গ তুলি বিভীষণ-বেশে!

দুস্তর কান্তার মাঝে চলেছে সরিৎ;
অন্য জলবিন্দু নাই কোন দিকে—মরু ঠাঁই,
নাহি বায়ু তরুচ্ছায়া, বিঘোর বিকট কায়া,
চলেছে একাকী সেই নিভৃত সরিৎ।

ছুটেছে কল্লোলরাশি ভয়ঙ্কর রোষে,
চক্রাকারে ঘূর্ণাবর্ত্ত ঘুরিয়া চলেছে নিত্য,
নির্ব্বাত শূন্যেতে শব্দ-বিন্দু নাহি ঘোষে!

এহেন নিঃশব্দ স্থান—বায়ুশূন্য লোক,
আপন নিশ্বাস-শব্দে, দেহধারী নিজে স্তব্ধে,
যেন দূর শূন্য-কোলে, কেহ প্রতিধ্বনি তোলে—
জ্বলিছে ভুবনময় বিকট আলোক!

দেখে জীব-আত্মা কত ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটি
পড়িছে সরিৎ-অঙ্গে, ছুটিয়া স্রোতের সঙ্গে,
ভাসিছে ডুবিছে নিত্য—কভু তীরে উঠি

পিপাসা-আতুর প্রায় আবার সরিতে
তখনি দিতেছে ঝাঁপ, মুহূর্ত্ত না সহি তাপ
আবার উঠিয়া তীরে লুটিছে পঙ্কশরীরে,
কখনও তুফানে লুটে ভাসিতে ভাসিতে।

কত আত্মা তীরে নীরে এরূপে বিব্রত,
বিস্ময়ে হেরিল নর, হেরিল হয়ে কাতর,
অসহ্য যাতনা যবে আয়ু ওষ্ঠাগত,

তখন সে আত্মাগণ করিয়া চীৎকার
ডাকে বিধাতার নাম প্রহারি হৃদয়-ধাম,
লুণ্ঠিত তরঙ্গ-বুকে, ত্রাণ—ত্রাণ—শব্দ মুখে,
অবসন্ন হস্ত পদ তরঙ্গে বিস্তার!

এবে অনন্তের কোলে শ্রুতিবিদারণ
হয় ঘন বজ্রনাদ, অন্তরেতে অবসাদ;
গভীর আবর্ত্তগর্ভে ডুবে আত্মাগণ।

অমরী কহিল ধীরে চাহিয়া মানবে—
যত দিন স্পৃহা-লেশ রবে চিত্তে—রবে ক্লেশ,
জীবনের পাপাস্বাদ যত কাল অবসাদ
না হইবে চিত্ত-মূলে, এই ভাবে রবে

এই সব নরাধম।—বলিয়া অমরী
চলিল অনেক দূরে, মানব বিষাদে পূরে
দেখিল সম্মুখে পুনঃ নেত্রপাত করি।

দেখিল শ্রেণীতে বদ্ধ আত্মা অগণন
অৰ্দ্ধ-মগ্ন হ'য়ে নীরে বসিয়া নদের তীরে
রুধিরে অঞ্জলি করি, পুত্র পৌত্র নাম ধরি,
নয়নে বিষাক্ত দৃষ্টি—করিছে তর্পণ।

তুলিছে সে কৃষ্ণোদক অঞ্জলি পূরিয়া,
মিশায়ে অশ্রু রুধিরে একে একে ধীরে ধীরে,
কালতরঙ্গের কোলে দিতেছে ফেলিয়া!

দেখি চমকিল দেহী;—দেখিল আবার
সরিৎ-সলিল ঢাকি ছায়ারূপে থাকি থাকি
কত শব নদ-অঙ্গে, ভাসিছে তরঙ্গসঙ্গে,
ক্ষতচিহ্ন কত স্থানে অঙ্গেতে সবার;

ঘেরি আত্মা জনে জনে ঘুরিছে নিকটে,
কাহারও জঘন ধরে, কাহারও অঙ্ক-উপরে,
কাহারও অঞ্জলিপুট বক্ষ কটিতটে।

যথা পুরাণের কথা প্রাচীন লিখন
কাল-অঙ্গে ভাসি কালী, শবরূপে দেহ ঢালি,
ঘোর পচা গন্ধময়, ঘেরি হরি হিরণ্ময়
ঘুরেছিলা মহাকালে করিয়া বেষ্টন।

সেইরূপে শব হেথা ভাসে কৃষ্ণনদে,
মুখে রোদনের রব, ঘুরে ঘুরে ফিরে সব,
দুই কূল পূর্ণ করি আক্ষেপ-নিনাদে।

হেরে সে জীবাত্মাবৃন্দ করি নিরীক্ষণ
প্রতি শবে ক্ষতস্থান, প্রতি ক্ষত-পরিমাণ,
হেরিয়া ধিক্কারে পূরে, ঘৃণা করি ফেলি দূরে—
অকস্মাৎ ছিন্নশির—বিকটদর্শন!

দেখি দেহী হতজ্ঞান ; অমরী তখন—
পরদ্রব্য-অপহারী, মহাপ্রাণী-হত্যাকারী,
ঘোর পাপী এরা সব—জঘন্য জীবন।

জিজ্ঞাসে মানব তাঁরে—এ নদ-উদয়
কিরূপে কোথায় কহ, আমায় সেখানে লহ,
বাসনা দেখিতে হায়, এ সরিৎ কি প্রথায়,
হেন রূপে হেন স্থানে প্রবাহিত হয়!

দেখাব—বলিয়া দেবী চলিলা সত্বর ;
উতরি অনেক পথ মানবের মনোরথ,
পূর্ণ কৈলা দেখাইয়া সরিৎ-নির্ঝর।

দেখিল নদের মূলে দেবীর নির্দ্দেশে—
আত্মারূপী কত জন, বসিয়া ক্ষিপ্ত যেমন,
হেরিছে হৃদয়তল বক্ষ ভেদি অবিরল
বহিছে উত্তপ্ত ধারা সরিৎ-উদ্দেশে।

বসিয়াছে আত্মাগণ বিদীর্ণ-উরস ;
উগারি উগারি ধারা পড়িছে কালির পারা—
ঘনতর নীলিময়, কটুল, বিরস ;

বহিছে তেমতি যথা ঝরে খনিমুখে
কালিবর্ণ জলধার অনর্গল অনিবার
মাখিয়া অঙ্গার ক্লেদ খনি-অঙ্গ কৈল ভেদ,
বেগে প্রবাহিত শেষে ধরণীর বুকে।

কিম্বা যথা কালিন্দীর কৃষ্ণ জলরাশি
যমুনোত্রি নগবুকে বহে বেগে নিম্নমুখে,
পড়ে ধরাতলদেহে কল কল ভাষি।

বসেছে জীবাত্মাকুল ভস্মাসনোপরে,
উৎকট বেদনা-রেখা ওষ্ঠ গণ্ড নেত্রে লেখা,
বিদারিত বক্ষস্থল নিরখিছে অবিরল,
গণ্ডুষে করিছে পান ধারাস্রোত ধ'রে।

বিকট বিষাদনাদ মুখে মুহুর্মুহুঃ,
শুনিলে তাদের স্বর, বোধ হয় যেন ঝর
বহে ভেদি মর্ম্মতল—শব্দ করি হুহু।

অমানুষী সে নিনাদ শুনিতে তেমতি
যেন জনশূন্য ক্ষেতে বায়ু পশে কলসেতে
নিশীথে প্রান্তর'পরে ত্রাসিত করিয়া নরে :—
কিম্বা মুমূর্ষুর স্বর কুশ্রাব্য যেমতি।

কে এরা—জিজ্ঞাসে দেহী ; অমরী উত্তরে—
অবনীর পাপরূপ দয়াশূন্য যত ভূপ,
সেই পাপী এই সব এ তাপগহ্বরে।

হের দেখ অইখানে—পারিবে চিনিতে
যত জীব নৃপসাজে, তাপিতা ধরণী-মাঝে,
মাতিয়া ঐশ্বর্য্য-মদে ভাসাইল অশ্রুনদে
দৌরাত্ম্য-পীড়িত নরে—স্বইচ্ছা সাধিতে।

হের অই ভস্মরাশি-আসনে যে পাপী—
অই কংশ ধরাপতি, দয়াশূন্য ছন্নমতি,
উৎসন্ন করিল আগে যদুকুলে তাপি।

নিষ্পীড়িত মথুরার বক্ষস্থল দলি,
দৈবকীর মনোদুখে লিখিয়া ভারতবুকে
আপন কলঙ্করেখা, এখন বিরাজে একা
এ ঘোর নরকে বসি—মনস্তাপে জ্বলি।

হের অই সাত শিশু স্কন্ধদেশে পড়ি
কি বলিছে কাণে কাণে বিষ ঢালি দগ্ধ প্রাণে—
নেত্রকাছে যমদূত হেলাইছে ছড়ি,

দেখাইছে শিলাতল—প্রহারি যাহাতে
সদ্যজাত শিশু-দেহ বিনাশিল ত্যজি স্নেহ,
হের দেখ লৌহ-পারা জননীর স্তনধারা
শিলাতে আঁকিছে অঙ্ক প্রতি বিন্দুপাতে।

সে জীবে পশ্চাতে ফেলি চলে দুই জন;
কিছু দূরে গিয়া ফিরে হেরে পরিখার পারে,
অগ্রেতে অচল এক ধূসরবরণ;

উৎকট আলোকচ্ছটা পড়িয়া তাহায়
মহা ভয়ঙ্কর-বেশ করেছে ভূধর-দেশ,
একা সেই গিরি'পরে আত্মা এক বীণা করে
ভাসিছে নেত্রের নীরে বসিয়া সেথায়!

বিস্ময়ে জিজ্ঞাসে দেহী অমরী চাহিয়া,
কার আত্মা হেরি অই দগ্ধ বীণা করে লই,
এ ভাবে পাপাত্মালয়ে এখানে বসিয়া?

উত্তরিল জ্যোতির্ম্ময়ী, অচল-পশ্চাতে
আমরা এখন, নর, তাই ও গিরি-শিখর
দেখিতে না পাও ভাল, কিছু দ্রুত পদ চাল,
চল, নিরখিবে সব আরোহি উহাতে।

পার হয়ে শুষ্ক খাত শিখরের তলে,
ক্রমে দোঁহে উপনীত, অমরী সহ জীবিত
উঠিতে লাগিল এবে সে উচ্চ অচলে।

শরীরী ঘর্ম্মাক্তদেহ আরোহিতে তায়,
যে ভাগে চরণ সরে সে ভাগ তখনি ঝরে,
নাহি পায় স্থান এক দৃঢ় পদে মুহূর্ত্তেক,
যেখানে চরণ রাখে ভূধরের গায় ;

নাসা মুখে ঘন শ্বাস চাহে দেবী-পানে।
বুঝিয়া অমরী তায় করে ধরি লয়ে যায়
অচল-শিখর-দেশে—পাপাত্মা যেখানে।

অমরী বলিলা নরে—খালি খাখ-দেহ
এই গিরি—শুন নর, উঠিতে ইহার 'পর
শরীরীর শক্তি নাই, বিষম দুঃখের ঠাঁই
এ গিরি জীবাত্মা বিনা না পরশে কেহ।

বহু কষ্টে শিখরেতে উতরিলা শেষে :
তখন জীবিত প্রাণী হেরিল, বিস্ময় মানি,
চাহিয়া চকিতনেত্রে গিরি-অগ্রদেশে,—

দেখে রাজধানী এক, বিশাল-বিস্তার,
পরিপূর্ণ ধূমানলে, মাঝে মাঝে শিখা জ্বলে,
যত গৃহ হর্ম্ম্য তায় দগ্ধ ইন্ধনের প্রায়—
লক্ষ প্রাণী-কোলাহলে শব্দ হাহাকার।

বীণাদণ্ডধারী আত্মা একদৃষ্টে চাহি,
বিগলিত অশ্রুধারা, হেরিছে উন্মাদ পারা
সে বহ্নিতরঙ্গভঙ্গ—ক্ষণে ক্ষান্তি নাহি!

দুর্জ্জয় পবনবেগে রুদ্ধ শ্বাস-বাত
স্ফীত নাসারন্ধ্রে ছাড়ে, সবেগে ঘন আছাড়ে
দগ্ধ বীণাদণ্ড-দারু ভাঙ্গিয়া পৃষ্ঠের মেরু,
কভু বক্ষ-ভাল-দেশে প্রহারে নির্ঘাত।

দারুণ আক্ষেপে তার শিলা দ্রব হয়,
বলিছে—ক্ষণেক ক্ষান্তি, দেহ, দেব, চিত্তশান্তি,
পারি না—পারি না আর, দাহ নাহি সয়।

বুঝি নাই ধরা-মাঝে—ঐশ্বর্য্য উন্মাদে—
লোকপতি হ'তে হলে কত সাম্য-ধৃতি-বলে
লোকেরে পালিতে হয়, কেন বলে ধর্ম্মময়
লোকপালে ধরাতলে—বুঝেছি বিষাদে।

দূরে দাঁড়াইল দেহী মানিয়া বিস্ময়,
ভয়াতুর মৃদু স্বরে দেবীরে জিজ্ঞাসা করে—
কেবা এই—ভুঞ্জে হেন সন্তাপ দুর্জ্জয়?

জীবিত নরের বাণী শুনি সে শিখরে
কটু স্বরে জীব বলে— কে তুমি রে এ অচলে
জীবিত-শরীরধারী? তুমি কি কেহ তাহারি,
যাহার পীড়নকারী নৃপ এ ভূধরে?

হও বা না হও শুন—নিদয় পরাণী,
আমি "নীরো" ধরাপতি— রোমের নিপাতগতি,
ধরার কলঙ্কপাঁতি—নরকুলগ্লানি!

নিজ রাজধানীকায়া জ্বালিয়া অনলে,
সুখে বীণাবাদ্য করি বসিয়া শিখরোপরি
হেরেছিনু শিখানল প্রভুত্বে পিয়ে গরল,
পুরাতে চিত্তের সাধ ধরণীমণ্ডলে!

বলি, পুনঃ পূর্ব্বভাব আবার ধরিল।
অমরী-ইঙ্গিতে নর তেয়াগি গিরিশিখর,
পদাঙ্ক গুণিয়া তাঁর আবার চলিল।

কত বন গুহা খাত এড়ায়ে ত্বরিত
উপনীত ছুজনায় যেখানে অচল প্রায়
পাষাণ প্রাচীর-অঙ্গে, গাঁথা যেন তারি সঙ্গে,
আত্মাময় দেহ এক শূন্যে প্রসারিত।

সে প্রাচীরতলভাগে বহিছে ভীষণ
রক্তের সলিলাকার বেগবতী স্রোতোধার,
তীরে পাষাণের পুরী মলিন বরণ।

অঙ্গুলি হেলায়ে দেবী দেখাইলা নরে
পুরীর পরিখা ভিত্তি বুরুজ গম্বুজে কীর্ত্তি,
চাহি পরে ঊর্দ্ধপানে দেখাইয়া পাপ প্রাণে
বলিলা—শরীরি, তুমি চিন কি ওহারে ?

অই পাপী নর-আত্মা বিকট-আকার
কৃষ্ণ শ্মশ্রুধারী ছায়া ধরাতে ধরিলা কায়া
নিষ্ঠুর ভূপালবেশে, যে নাম উহার

শুনিলে এখনি তুমি ঢাকিবে শ্রবণ ;
হৃদয় অঙ্গারময়— মানবের হৃদি নয়,
বঙ্গের সৌভাগ্যচোর, দৌরাত্ম্য আঁধারে ঘোর
কেতুরূপে ধরাতলে কৈল বিচরণ।

গর্ভবতী রমণীর জঠর খণ্ডিয়া
দেখিত জরায়ুপিণ্ড, জীবিত জীবের দণ্ড
করিত অশেষরূপ দুর্ম্মদে ডুবিয়া।

দেখ সে পাপের চিহ্ন এবে আত্মাদেহে,
পাষণ্ডের হৃদিতল উগারিছে ক্লেদ মল,
হস্ত পদ বক্ষ শির পাষাণ-প্রাচীরে স্থির ,
কালের করাল ফণী সাধে অঙ্গ লেহে।

নড়িতে ফিরিতে ভোগ হের কি করাল!
ভয়ঙ্কর শলাকায়— মলা-বিন্দু নাহি তায়—
বিদারিত কণ্ঠতল, কাঁদিতে নাহিক বল,
জীবিত মৃতের ঘৃণাচিহ্ন চিরকাল।

চিন কি উহারে তুমি? বলি, আত্মাময়ী
চাহিল দেহীর মুখে, শরীরী নিশ্বাসি দুখে
বলিল—সিরাজুদ্দৌলা অই কি, চিন্ময়ী?

ইঙ্গিতে হেলায়ে শির অমরী চলিল;
চলিল তাহার সনে দেহী নিরানন্দ মনে,
দলি রুধিরাক্ত পঙ্ক, হৃদয়ে কত আতঙ্ক,
কতই উদ্বেগ বেগে উথলি উঠিল।

দূরেতে দেখিল দেশ জলাশয়ময়;
দূর হতে দৃশ্য তথা যেন পচা পত্র লতা,
দুস্তর দুর্গম গর্ভে বিছাইয়া রয়।

বঙ্গে যথা ভাদ্রশেষে রৌদ্রতপ্ত জলা
ঘন পঙ্কে বিনির্গত দুর্গন্ধবায়ু-দূষিত
বরষা ঋতুর ভঙ্গে ছড়ায়ে চৌদিকে রঙ্গে
নগরে নগরে তোলে শমনের খেলা।

সেইরূপ সে দুস্তর দুর্গম যুড়িয়া
কত শুষ্ক জলা বিলে ঘনবর্ণ পঙ্ক-নীলে
ছুটিছে দূষিত বায়ু দুর্গন্ধে পূরিয়া।

স্থানে স্থানে তীব্রজট তৃণগুল্ম প্রায়
কটুল কুশের রাশি কর্দ্দমেতে চলে ভাসি,
সূচ্যগ্র কণ্টকময় পচা লতা পত্রচয়,
কোনখানে উর্দ্ধশির—কোথা বা লুটায়।

কাছে আসি হেরে নর কাতর অন্তরে,
পচা লতা পত্র নয়, সকলি জীবাত্মাময়,
পত্র লতা গুল্মরূপে জলাশয়'পরে !

গড়ায়ে গড়ায়ে চলে ধরি গলে গলে
কেহ বিমর্দ্দিত হয়, কেহ অন্যে বিমর্দ্দয়,
ছিন্ন করে পরস্পর, বিষম কর্দ্দমোপর
আত্মারাশি—বালু যেন লুটে সিন্ধুতলে।

ধরাতে এত কি পাপী ?—জিজ্ঞাসে শরীরী,
দয়াশূন্য এত জীবী ? উত্তর করিলা দেবী—
হের দেখ অইখানে এই দিকে ফিরি,

নরাধম ভ্রূণঘাতী পিতৃঘাতী নর,
তাদের দুর্দ্দশা দেখ, দেখ, দেহি, দেখ শেখ,
স্মরি নিজ নিজ পাপ ভুগিছে কি ঘোর তাপ।
এত বলি শোভাময়ী হৈলা নিরুত্তর।

দেখে দেহী, ভ্রমে কোথা আত্মাগণে টানি
ভীম অন্ধ যমচর গুল্ফভাগে ধরি কর,
ক্ষুরধার কুশোপরে—পদাঘাত হানি।

কোথাও গহ্বরগুল্মে জীবাত্মা বেড়ায়
শিশু প্রাণ বাঁধি গলে, কাঁদিতে কাঁদিতে চলে ;
কোন বা উদ্ধত প্রাণ আপনি তুলি কাতান,
ভীম বেগে হানে নিত্য আপন গলায়।

কোনখানে পাতা যেন রজকের পাট,
আত্মাগণে ধরি তায় যমদূতে আছড়ায়,
কেহ রজ্জু বাঁধি কণ্ঠে করয়ে বিনাট।

এইরূপে কত ক্ষণ ভুগি দুঃখস্বাদ,
উন্মাদ আকুল হিয়া কৃষ্ণ নদতটে গিয়া
ঝাঁপ দিয়া পড়ে তায়, আবর্ত্তে ঘুরি বেড়ায়,
মুখে হাহাকার শব্দ—অন্তরে বিষাদ।

একান্ত উৎসুক চিত্তে নিকটে আসিয়া
দেহী ধীর সম্বোধনে কহে আত্মা কয় জনে—
কে তোমরা, কি পাপে এ দুর্গমে পড়িয়া ?

নরের দুঃখিত স্বর বহুকাল পরে
শুনিয়া পরাণিগণ মুগ্ধ হয় কিছু ক্ষণ,
পরে কাছে ছুটি তার, ঘুচাতে হৃদির ভার
আরম্ভ করিল কেহ আক্ষেপের স্বরে।

অকস্মাৎ সে দুর্গমে দুরন্ত ঝটিকা
বহিল কোথায় হ'তে, জীববৃন্দে পথে পথে
উড়ায়ে চলিল যথা লুণ্ঠিত গুটিকা,

চলিল উড়ায়ে ঝড় হেন ভীম বেগে
হেরে নর গতিহীন, পাণ্ডুর মুখ মলিন,
শুখাইল কণ্ঠতালু, মুখেতে ফেটিল বালু,
উঠিল চীৎকার করি—স্বপ্নে যেন জেগে!

শোভাময়ী মৃদু স্বরে আশ্বাসিলা তায়,
কহিলা—এ আত্মা সব এবে করে অনুভব
যে তাপ না ভোগে কভু থাকিয়া ধরায়।

পল্লী-ব্যবসায়ী এরা—হীন অর্থলোভে
বংশের দোহাই দিয়া, নারীর সতীত্ব নিয়া
ব্যবসা করিত এরা অঘৃণা অক্ষোভে!

অমরী এতেক বলি নীরব হইল।

কাঁপিতে কাঁপিতে নর যুড়িয়া যুগল কর—
হে দেবি, সদয় হও, শীঘ্র স্থানান্তরে লও,
দুহিতা আমার কোথা—দুঃখেতে কহিল।

ষষ্ঠ পল্লব

শরীরী-বদনে ত্রাসিত বচন
শুনিয়া অমরী তায়;—
পূরাব পূরাব বাসনা তোমার
অন্যথা নাহি কথায়,
দেখিবে নন্দিনী কিরূপে তোমার
দেহ উন্মোচন করি
কি গতি লভিলা, করে কিবা লীলা,
কি পুণ্য পরাণে ধরি।
ভ্রম এ ভুবনে আরো কিছু কাল;
বাসনা হৃদয়ে মম
দেখাই তোমারে এই সব পুরে
প্রবেশের কিবা ক্রম।
দেখাই তোমারে খেলি ভবখেলা
কিরূপে জীবাত্মা শেষে
আসিয়া প্রবেশে কোন পথ দিয়া
এ সব আত্মার দেশে।
ধর্ম্মরূপী যম কিরূপ আসনে,
কি প্রথা বিচারে তাঁর,
কিরূপে নরকে পাঠান পাপীরে
সহিতে পাপের ভার।
দেখিবে নয়নে, নয়নে কখনও
মানব না দেখে যায়—

ব্রহ্মাণ্ড-কেন্দ্রেতে বসি ধর্ম্মরাজ
বিরাজেন কি প্রভায়।
কত কি অপূর্ব্ব দেখিবে সেখানে
বিস্ময়ে প্লাবিত হয়ে,
দেখিতে বাসনা থাকে যদি বল
যাই সেথা তোমা লয়ে।
কিন্তু কহি শুন, দুরূহ ভীষণ
গগন গহন সেই,
পশিবারে পারে সে জন সেখানে
ভীরুতা যাহার নেই।
এহেন সাহস ধর যদি চিতে
কহ তবে দোঁহে চলি,
এত যে আগ্রহ দেখিতে এ সব
এবে কোথা গেল গলি?
সে উৎসাহ আশা কোথা বা এখন?
কোথা বা সে মনোরথ?
স্বচক্ষে দেখিবে পরকাল-গতি
বিধি-নিরূপিত পথ?
জীবন থাকিতে পরকাল-ভেদ
যে জন ভেদিতে চায়,
পতঙ্গ-শরীরে খগেন্দ্রের বল
ধরিতে হইবে তায়।
নীরব অমরী এতেক কহিয়া;
মানব মনের দুখে,
চিন্তি ক্ষণকাল কহিলা তখন
লজ্জা-অবনত মুখে—
অয়ি জ্যোতির্ম্ময়ি, ধরি সে সাহস
এ জড় শরীরে যাহা
পারে ধরিবারে না কাঁপি অন্তরে,
অসাধ্য নহে গো তাহা।

কিন্তু যাহা দেবি, অসাধ্য মানবে
সে সামর্থ্য কোথা পাব ;
পাপীর নিরয়ে পাপাত্মা হইয়া
কেমনে নির্ভয়ে যাব ?
দেখিনু যে সব, মনে হলে তায়
হিয়া দুরু দুরু করে,
শিরাতে শিরাতে প্রচণ্ড আঘাতে
বেগেতে রুধির সরে ;
লোমহরষণ হেন ভয়ঙ্কর
নারকী আত্মার গতি,
অলঙ্ঘ্য নিয়ম বিধাতার হেন,
চেতনে হেন দুর্গতি ।
কলুষের ফাঁসে জীবনে ক্রন্দন,
ক্রন্দন মরিলে পর !
হেরিলে এ গতি হে অমরবালা,
ত্রাসিত কে নহে নর ?
তথাপি দেখিব দেখাবে যা কিছু,
অভ্যাস নরের বল,
সে বল হৃদয়ে লভেছি কিঞ্চিৎ
ভ্রমিয়া এ সব স্থল ;
তুমি গো যখন সহায় আমার,
ক্ষুণ্ণ নহি আমি নর—
মায়ে রক্ষা করে যে শিশু সন্তানে
থাকে কি তাহার ডর ?
শুনিয়া অমরী ;—হে শরীরধারী,
ভ্রান্ত না হইও মনে,
পারিব রক্ষিতে শরীর তোমার
প্রবেশিয়া সে গগনে ।
কিন্তু চিত্তে তব বহিবে যে স্রোত
পরাণ ব্যাকুল করি,

অমরী যদিও, সে স্রোত বারণে
সামর্থ্য নাহিক ধরি।
জানিহ নিশ্চয় মানস-দমনে
মানুষেরই অধিকার ;
হৃদয়-রাজ্যেতে শাসন রাখিতে
সহায় নাহিক তার।
আপনারি তেজে আপনি বিজয়ী,
অজয়ী দুর্ব্বল যেই,
দুর্ব্বল পরাণে সমতা সাধিতে
ক্ষমতা কাহারও নেই।
কি অমর নর, এ প্রথা সবার,
শুন হে শরীরী প্রাণি ;
প্রকাশ এখন কি বাসনা তব,
এ কথা নিশ্চয় মানি।
কহিল মানব, হে সুধাভাষিণি,
কেন সুধাইছ আর,
যা ঘটে ঘটুক কাঁদুক পরাণী
যাব সে ব্রহ্মাণ্ড-পার।
সামান্য পণেতে তনু খোয়াইয়া—
প্রাণ দিতে পারে নরে,
নর হ'য়ে আমি এ পণ সাধিতে
নারিব ভয়ের তরে !
চল, দেবি, চল, কোথা লয়ে যাবে,
সাহসে বেঁধেছি বুক,
দেখি অন্ত তার জীবনের পাপে
জীবাত্মার কত দুখ।
চলিল তখন দেহীরে লইয়া
অনন্ত গগন মাঝে
অমর-সুন্দরী কিরণ প্রসারি
কিরণে যেন বিরাজে।

উঠিতে লাগিল কতই যোজন
গভীর শূন্যেতে পথি,
নীল নীলতর গাঢ় সূক্ষ্ম জড়
কত বায়ুস্তর মথি।
খেলে চারি দিকে অধঃ ঊর্দ্ধ পাশে
গড়ায়ে ছড়ায়ে সেথা
মারুত-সাগরে পবন-হিল্লোল
সাগর-উর্ম্মির প্রথা।
উঠিতে লাগিল যত সূক্ষ্মাকাশে
কক্ষতলে তত নরে
মৃদুল কর্ষণে অমর-বালিকা
যতনে চাপিয়া ধরে।
দিয়া নিজ শ্বাস প্রশ্বাসে তাহার
শূন্যেতে চলিল দেবী;
মাতৃক্রোড়ে যেন চলিল মানব
অপূর্ব্ব আনন্দ সেবি।
দেখিতে দেখিতে উঠে দেহধারী
বিস্ময়ে বিহ্বল প্রাণ;
পথচিহ্ন নাই অভ্রান্ত গতিতে
গ্রহ তারা ভ্রাম্যমাণ।
কত দিকে গতি করে কত গ্রহ,
কতই তারকা ছোটে,
অনন্ত-প্রাঙ্গণে জ্যোতিমালা যেন
ফুলঝারারূপে ফোটে!
ছোটে পিঠে পিঠে স্তবকে স্তবকে
কেহ ধীরে একা ধায়,
অদূরে অন্তরে বিচিত্র অয়নে
বিশাল অনন্ত-গায়।
কেহ না বাধিছে কাহারও গমন
চলেছে অয়ন কাটি

পূর্ণ গোলাকার কাচ-ডিম্ব প্রায়
গ্রহ তারা কত কোটি।
ছুটিতে ছুটিতে নিজ নিজ পথে
নিনাদ করিছে সবে
পরিপূর্ণ করি সে গগনদেশ
মধুর মৃদুল রবে।
সে মৃদু নিক্কণে নিদ্রালু মানব
মুদিল নয়নপাতা;
স্বপনে যেন বা উড়িয়া চলিল
শুনিতে শুনিতে গাথা!
অমর-সুন্দরী জ্যোতিপিণ্ড-পথ
এড়ায়ে এড়ায়ে ধীরে
চলিল তেমনি অরণ্যে যেমনি
কিরণের রেখা ফিরে।
ভেদি সে সকল বৃত্ত-মধ্যভাগে
সুরয জ্যোছনা ছাড়ি,
প্রচণ্ড নির্ব্বাত কিরণসাগরে
প্রবেশিয়া দিল পাড়ি।
তপ্ত-কিরণ, গগন গহনে
অমরী প্রবেশে যেই,
অল্প উথলে ঝলকে ঝলকে
অসহ উত্তাপ দেই।
সুপ্ত মানব-কপোল কপাল
মৃদুল পরশ করি,
বক্ত্র, নয়ন নাসিকা-অগ্রেতে
খেলিতে লাগিল সরি;
কর্ণকুহরে সন সন নাদ
ঘাতিতে লাগিল ধীরে,
দূর-ধাবিত ক্ষিপ্র-চালিত
নিনাদ যেমন তীরে।

গ্রীষ্ম ঋতুতে ব্রততী-আবৃত
ছাড়িয়া কুঞ্জের ছায়া,
দগ্ধ মরুতে পড়িলে যেমন
উত্তাপে তাপিত কায়া!
তীক্ষ্ণ কিরণহিল্লোল পরশে
নিনাদ শ্রবণে নর,
স্বপ্ন তেয়াগি চমকি জাগিল,
কণ্ঠেতে কাতর স্বর।
স্নিগ্ধভাষিণী অমরী তখন
কহিল তাহার কাণে,
ঊর্ণা-বসনে আবর বদন,
বেদনা পাবে না প্রাণে।
শীঘ্র শরীরী অমরীগুণ্ঠনে
ঢাকিল বদন গ্রীবা,
স্থির দৃষ্টিতে দেখিল চাহিয়া
অসূর্য্য-প্রভার দিবা।
সান্ধ্য গগনে ঢলিয়া পশ্চিমে
ডুবিছে যখন রবি,
স্বর্ণবরণ কিরণসাগরে,
অনলে যেন বা হবি!
দীপ্ত প্রভাতে তখন যেমন
উড়ে পারাবত-সারি,
মঞ্চ দুলায়ে উড়ায়ে শূন্যেতে
করিলে গগনচারী।
সূক্ষ্ম চিকণ ঝকিয়া তেমতি
আকাশ আচ্ছন্ন করি,
দেখিল মানব ঊর্দ্ধ-চরণে
জীবাত্মা পড়িছে ঝরি;
চক্রগতিতে ঘুরিছে সতত
সে ভীষণ ব্যোমস্তর,

সঙ্গে ঘুরিছে কিরণসাগর
অনন্ত অয়ন'পর।
দীপ্তি-জলধি অঙ্গেতে মিশিয়া
কোটি জীবাত্মার কায়া,
লুটিতে লুটিতে উর্ম্মি-আঘাতে
উড়ে যেন ধূলি-ছায়া!
শ্রান্ত শিথিল গতিতে অমরী
কিরণসাগরে খেলি,
যোজন যোজন গভীর প্রদেশে
পশিল সে সবে ঠেলি।
স্থির স্ফটিক-সদৃশ আকাশে
পরশি ছাড়িলা শ্বাস;
কক্ষ-গ্রথিত মানব-দেহীরে
রাখিলা তাঁহার পাশ।
পূর্ণ পীযূষপূরিত বচনে
কহিলা তাহারে চাহি,
ত্রস্ত-নিমিখে দেখিল অমরী
নরের বিবেক নাহি।
সর্প-দংশিত পরাণী-সদৃশ
মানব পড়িল ঢলি,
নীল-বরণ-মণ্ডিত বদন,
কম্পিত কণ্ঠের নলি।
বাক্য-বিহ্বল বিস্ময়ে পাগল
স্ফারিত নেত্রের পাতা,
দৃষ্টিবিহীন নয়ন যুগল
কপালে যেমন গাঁথা।
সুস্থ করিলা নিমেষ ভিতরে
স্বরগ-সুন্দরী নরে।
ত্রস্ত বচনে চেতনা লভিয়া
মানব কহিলা পরে—

হে সুরসুন্দরি, করো গো মার্জ্জনা
দুর্ব্বল মানব-আঁখি,
এ আলো উত্তাপ নারিনু সহিতে
চক্ষুর মণিতে রাখি।
হেরি বহু ক্ষণ নিরীক্ষণ করি
হইনু অন্ধের প্রায় :
এ কি অদভুত ওগো সুরবালা,
বিস্ময়ে পরাণ যায়!
কহিলা অমরী—চিন্তা নাহি আর,
সুস্থ হও এবে নর,
প্রশান্ত এ দেশ, প্রশান্ত যেমন
অহিল্লোল সরোবর।
দেখেছ মরতে ঝটিকা যেমন
সহস্র যোজন ঘেরি
ঘুরে ঘোর বেগে দেশ ছন্ন করি,
প্রাণিকুল স্তব্ধ হেরি।
মধ্যস্থল তার অচল অটল
পবন-প্রশ্বাস-হীন,
সৌর-বিশ্ব-মাঝে এ কেন্দ্র তেমতি
প্রশান্ত সকল দিন।
মধ্যেতে ইহার সৃজন অবধি
স্থাপিত মহতাসন,
ধর্ম্মরাজ-বেশে শমন তাহাতে,
চল, পাবে দরশন।
বলি আগে আগে প্রফুল্লবদনা
শোভাময়ী ধীরে যায়,
ভাবিতে ভাবিতে পাছে চলে নর
স্ফাটিক মণিশিলায়।
অখণ্ড ধবল মুকুর-সদৃশ
স্ফটিক চৌদিকময়,

তুহিনের রাশি চারি দিকে ভাসি
যেন বা ছড়ায়ে রয়!
দেখায়ে দেখিয়ে অমরী মানব
চলে কুতূহলী হ'য়ে;
যেতে কিছু দূর অবনীবিহারী
দেখিল শিহরি ভয়ে—
ভীম দীর্ঘাকার ছায়ার আকৃতি
অশরীরী প্রাণী কত,
ফিরিছে ঘুরিছে তমস্বিনীময়
আরণ্য তরুর মত!
দেহ অন্ধকার, কপালের তটে
দেউটি যেমন জ্বালা,
ঘুরে যেন ভাঁটা এক চক্ষু ছটা
মুখে শব্দ "হলা হলা"!
দেহধারী নরে হেরি দ্রুতবেগে
চতুর্দ্দিক্ হতে যুটি,
শত শত জন শমনকিঙ্কর
নিকটে আসিল ছুটি।
কেহ কেহ তার হুহুঙ্কার নাদে
কটিদেশে ধরি নরে
করিল উদ্যম শূন্যেতে ঘুরায়ে
ফেলিতে প্রভা-সাগরে
তখনি অমরী নিবারি তাদের
জানাইল মনোরথ;
অমর-বালারে কথনে চিনিয়া
যমদূত ছাড়ে পথ।
ফেলি রুদ্ধ শ্বাস চলিল শরীরী
ধর্ম্মের আসন যেথা,
যোজন অন্তরে দাঁড়ায়ে অচল,
এহেন জনতা সেথা!

দেবী কহে, নর, থাক এই স্থানে,
কি হেতু সহিবে ক্লেশ
নিকটে পশিতে, এইখানে থাকি
সফল হবে উদ্দেশ।
এত পরিষ্কার কিরণ এখানে
অসূক্ষ্ম নয়নে তব,
বিনা অবরোধে হেরিতে পাইবে,
এ দূর হইতে সব।
অমরসুন্দরী-বাক্যেতে শরীরী
নির্দ্দেশে তাঁহার হেরে
বিচিত্র আসন, জীবাত্মা-সাগর
চারি দিকে যেন ঘেরে।
জিনি স্বচ্ছ কাচ স্ফটিক মাণিক-
রচিত অপূর্ব্ব পীঠ,
ঝলকে ঝলকে উছলিছে আভা
আকর্ষি নয়ন-দিঠ।
ব্রহ্মাণ্ডকেন্দ্রেতে নিবদ্ধ আসন
আদি কাল হ'তে ধীর,
লোকের প্রবাদে যথা কাশীধাম
ত্রিশূলে শূন্যেতে স্থির।
ইন্দ্রাদি প্রভৃতি ত্রিকোটি দেবতা
তুলিয়া মস্তক'পরে
ধরেছে আসন সহাস্য বদনে
জুড়িয়া যুগল করে।
আসন উপরে মণিময় বেদী,
স্থাপিত উপরে তার
অদ্ভুত-গঠন মহাতুলাদণ্ড
সর্ব্ব মানযন্ত্র-সার।
ঊর্ণনাভতন্তু-সদৃশ সূত্রেতে
লম্বিত তুলার ধট,

দুই দিকে যেন দুই পূর্ণ চাঁদ
　　　　　　　　দুলিছে হয়ে প্রকট।
ক্ষণ নহে স্থির উঠিছে নামিছে
　　　　　　　　নিয়ত সে ধটদ্বয়।
দক্ষিণে পুণ্যের বামেতে পাপের
　　　　　　　　মান নিরূপণ হয়।
একে একে পাপী আসনসমীপে
　　　　　　　　কাঁপিতে কাঁপিতে আসি,
আপন বদনে আপনি বলিছে
　　　　　　　　নিজ নিজ পাপরাশি।
পীঠধারী দেব ইন্দ্রাদি যাহারা
　　　　　　　　বলিছে পুণ্যের ভাগ,
তখনি আপনি নামিছে উঠিছে
　　　　　　　　চন্দ্রাকার তুলাভাগ।
মানদণ্ড'পরে স্থির দৃষ্টি করি
　　　　　　　　প্রস্তরমূরতি হেন,
বসি ধর্ম্মরাজ স্ফটিক-আসনে
　　　　　　　　নিবদ্ধ রয়েছে যেন।
তিলার্দ্ধে যদ্যপি আত্মাময় প্রাণী
　　　　　　　　পাপ-অংশ কোন তার,
ভয় কি বিস্ময়ে গোপন-মানসে
　　　　　　　　না করে মুখে প্রচার,
সহসা তখনি সে অপূর্ব্ব যন্ত্রে
　　　　　　　　দুই ধট হয় স্থির,
দুলে তুলাদণ্ড, অখণ্ড্য বিধান
　　　　　　　　হায় রে কিবা বিধির।
চৌদিক হইতে ছুটি ঊর্দ্ধশ্বাসে
　　　　　　　　তখনি শমনদূত
মুখে "হলা"ধ্বনি প্রহারে এমনি
　　　　　　　　পীড়নে অস্থির ভূত।

জানিতে বাসনা ফিরে চাহি নর
বাক্য নিঃসারিতে যায়,
নিজ ওষ্ঠাধরে অঙ্গুলি চাপিয়া
অমরী নিবারে তায়।
পুনঃ পূর্ব্ববৎ হেরিল শরীরী
তুলাধট উঠে নামে,
পলকে পলকে কত আত্মাময়
প্রাণী ফিরে ডানি বামে
এত যে ব্রহ্মাণ্ড ঘুরে চারি দিকে
গ্রহ তারা খণ্ড হয়,
না টলে আসন না পশে নিস্বন,
সে দেশ নিঃশব্দ রয়।
ধর্ম্মদেব-মুখে মাঝে মাঝে শুধু
অতি মৃদুতর স্বরে
শব্দ মাত্র দুই আদেশ জানাতে
প্রতি আত্মা-মান পরে।
পাপ-পুণ্য-মান এরূপ বিধানে
সেথা সমাধান হলে,
যমদূত যত পাপিবৃন্দে লয়ে
পরিখা বাহিয়া চলে।
নরে লয়ে দেবী পরিখার তটে
গিয়া চলি দ্রুতপদ,
কহিল—হে নর, স্থূল নেত্রে হের
এই বৈতরণী নদ।
দেখিল শরীরী খেয়া-তরী কত
কূল-ভাগ যেন চেয়ে,
প্রতি তরি-পৃষ্ঠে যমদূত এক
দাঁড়ায়ে তরীর নেয়ে।
অতি ক্ষুদ্র তরী বৃহৎ তরালু
বৈতরণীতীরে যত

এ ভব-ভিতরে তুলনা তাহার
নাহি কিছু কোন মত।
নিস্তব্ধ চৌদিক্ আকাশ প্রাঙ্গণ
হেন শব্দহীন স্থান.
চকিতে মুহূর্ত্ত দাঁড়ায়ে সেখানে
উড়ে শরীরীর প্রাণ।
নীরবে আত্মারা উঠে নৌকা'পরে,
নীরবে শমনদূত
খেয়া দিয়া চলে বৈতরণীজলে
ক্ষেপণী ফেলি অদ্ভুত।
অমরী-ইঙ্গিতে কর্ণধার কেহ
বৃহৎ তরণী বাহি
নিকটে আনিয়া রাখিল দোঁহার
বিস্মিত নয়নে চাহি।
মৃতুল নিস্বন পবনে যেমন
যখন কেতকী-কাণে
বসন্ত-বারতা গোপনে শুনায়
তেমতি অস্ফুট তানে
অমরী বুঝায়ে শমনকিঙ্করে,
মানবে লইয়া ধীরে
তরণীতে উঠি বাহিয়া চলিল
বৈতরণী নদ-নীরে।
কত নিশি দিবা তরী চলে বাহি,
কত গ্রহ কত তারা
দূর শূন্য'পরে উঠিল ডুবিল
যেন তমোমণিঝারা।
উদ্দেশিত দেশে উতরি নাবিক
তরালু করিল স্থির,
অমরীর বলে তরণী ছাড়িয়া
মানব লভিল তীর।

দেখিল সেখানে পরাণী-পুরুষ
দাঁড়াইয়া মহাকায়,
ধবল কুন্তল শিরেতে যেমন
ধবল শৃঙ্গের প্রায়।
বিশাল ললাটে অঙ্কিত তাহার
সহস্র কুঞ্চিত রেখা,
জীবাত্মা-ঊর্ম্মির মধ্যস্থলে যেন
মৈনাক দাঁড়ায়ে একা!
বাম দিকে তার সুতীক্ষ্ণ কুঠার,
মুষ্টিতে রাখিয়া ভর
হেলিছে কখনও, উরু হ'তে ঝরে
বৈতরণী নদ-ঝর।
সে মহাপুরুষ দাঁড়ায়ে এ ভাবে
দক্ষিণ দিকেতে দেখে
জীবাত্মা ধরিয়া অনন্তে ছুঁড়িছে
ঊর্দ্ধে তুলি একে একে
যে গ্রহ নক্ষত্রে যে পাপীর বাস
সেই দিকে লক্ষ্য করি,
অতুল্য বেগেতে সে মহাপরাণী
নিক্ষেপে পরাণী ধরি।
স্থবির বিশীর্ণ যুবক যুবতী
হায় রে কিশোর কত,
কুৎসিত সুন্দর ধনী মানী জ্ঞানী
মহীপাল শত শত,
নিক্ষিপ্ত এরূপে ব্যোম-গর্ভ-দেশে
ঘূর্ণ প্রভা-সিন্ধু যায়;
আত্মাবৃন্দ মুখে যে ক্রন্দন ধ্বনি
হাহারব যাতনায়,
পশুরও শ্রবণে পশিলে সে খেদ
সুস্থির নাহিক রয়,

সে খেদ শুনিলে প্রাণশূন্য জড়
পাষাণও বিদীর্ণ হয়।
সুররামা-সঙ্গী নরের নয়নে
ঝরিল অজস্র ধারা,
বিস্ময়ে হিমাঙ্গ গণ্ডদেশে যেন
নিবদ্ধ মুক্তার ঝারা।
অমরীরও আঁখি বাষ্পধূমে যেন
হৈল কিছু আভাহীন,
নরে চাহি দেবী মৃদুল নিশ্বাসি
কহিলা বচনে ক্ষীণ—
হে অচলবাসি, কিরণসাগরে
বিন্দুবিন্দুবৎ ছায়া
নিরখিলে যত, সেই রেণুরাজি
এহেন আত্মারি কায়া।
ভেবেছি তা আগে—কহিলা মানব
কহ, গো জননি, শুনি,
এ মহাপুরুষ আত্মা কি অমর
কহ কে দাঁড়ায়ে উনি?
মূর্ত্তিমান্ হেথা আদি ক্ষণ হ'তে
অনাদি প্রাচীন জ্ঞানী।
কহিল অমরী—কাল ওঁর নাম
পীযুষপূরিত বাণী।
হেন কালে নর হেরিলা শূন্যেতে
সে মহাপুরুষ-করে
পরম-সুন্দর নর-আত্মা এক
নিক্ষিপ্ত অনন্ত-স্তরে।
নেহারি নিমেষে সুরকন্যা পানে
চাহিলা উৎসুক হয়ে,
বুঝিয়া অমরী ছাড়িলা সে দেশ
চলিলা মানবে লয়ে।

সপ্তম পল্লব

অমরী মানবে লয়ে নামিলা তখন ;
জগতের কেন্দ্র ছাড়ি শূন্য-মাঝে দিয়া পাড়ি
ভিন্নরূপ পাপলোকে করিলা গমন।

আকাশের যেই খণ্ডে অট্টালিকাকার
পঞ্চ নক্ষত্রের মিল শোভি গগনের নীল,
দশমী তিথিতে যেবা চন্দ্রের বিহার ;

পাঁচে এক একে পাঁচ—মিলায়ে কিরণ,
নিশীথিনী শিরোপরে সুচিকণ ঝারা ধ'রে
অনন্ত কোলেতে যাহা দেয় দরশন ;

মঘা নামে তারালোক—প্রবেশি তাহায়
নরে নামাইলা দেবী, সুশীতল বায়ু সেবি
সে লোক বাহিরে দেহী শরীর জুড়ায়।

শীতল হইলে পরে, অমরী মানব
প্রবেশিল গর্ভতলে, দণ্ড দুই কাল চলে
গোধূলি আলোকে যেন—বিমর্ষ, নীরব।

কিছু পরে হেরে দূরে উন্নত প্রাচীর,
হেরে মনে হয় হেন, লৌহের প্রাকার যেন
নীরব শূন্যের কোলে তুলেছে শরীর ;

নিবারিছে কিরণের প্রবেশ সেথায়,
ঘোর প্রহরীর বেশে বিরাজিছে ঘোর দেশে,
কালির বরণ অঙ্গ কালের মলায়।

দুই দিকে দুই দ্বার—প্রশস্ত—ভীষণ,
কৃষ্ণ-মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর শত শমনের চর
রোধি প্রবেশের দ্বার করিছে ভ্রমণ।

পশিছে তাহাতে যত আত্মাময় প্রাণী,
কৃষ্ণবর্ণ লৌহশলা তপ্ত তৈলে যেন জ্বলা
অঙ্গে পুঁতি তাহাদের করে ঘোর বাণী।

জ্যোতির্ম্ময়ী চলে আগে—পিছে পিছে নর,
আসিয়া দ্বারের কাছে প্রবেশের পথ যাচে,
কৌতুকে নিকটে ছুটে যত যমচর।

অপূর্ব্ব মধুর বাণী অমরী-বদনে
শ্রবণে হ'য়ে শীতল কৃতান্ত-কিঙ্করদল
চমকিত চিত্তে চায়ে দেবীর নয়নে।

স্বর্গ শোভাকর আভা চারু নেত্র-তলে
ধীর স্নিগ্ধ মনোহর, নেহারি শমন-চর
পথ ছাড়ি, দুই ধারে দাঁড়ায় সকলে।

ভিতরে প্রবেশি নর নিরখে আকাশে
নিবিড় জলদদল, বিন্দুমাত্র নাহি জল,
গর্জ্জিয়া গর্জ্জিয়া খালি উড়ে উড়ে ভাসে।

নিদাঘে রৌদ্রের তাপে ফাটিলে যেমন
অবনীতে ক্ষেত্রচয়, সেইরূপ ক্ষেত্রময়
চারি দিক্ রুক্ষবেশ—নীরস-দর্শন।

হেন রুক্ষ ক্ষেত্রতলে পশিলা দুজনে;
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরুসারি হেরিলা শাখা প্রসারি
পিপাসেতে ফাটি যেন চায়িছে গগনে।

হেরিলা কতই লতা ক্ষুপ সে কান্তারে,
শুষ্ক-শাখা শীর্ণ-মাথা, বিনা বাতে ঝরে পাতা,
আপনা হইতে নিত্য শোণিত উগারে।

দূর হ'তে লক্ষ্য করি তরু সে সকল
বিস্ফারিত ছিলা'পর বসায়ে সুতীক্ষ্ণ শর,
ভ্রমে কত তমচারী দলি ক্ষেত্রতল ;

অৰ্দ্ধ দেহ নরাকৃতি—কটির উপরে,
পদ পুচ্ছ অশ্ব-প্রায়, ঝড়ের গতিতে ধায়
লতা গুল্ম ক্ষুপ তরু বিদ্ধ করে শরে।

ক্ষত-অঙ্গ সে সকল বিষাদে তখন
মনুষ্য-ক্রন্দন-স্বরে ফুটিয়া নিনাদ করে,
শর-সঙ্গে শুষ্ক ত্বক্ ঝরে যতক্ষণ।

স্থানে স্থানে যমদূত প্রান্তর খুঁড়িয়া
বেড়ায় বিকট-আঁখি, আঁধারে বদন ঢাকি,
অঙ্গারসদৃশ করে খনিত্র ধরিয়া।

অমরীর দিকে নর ব্যগ্রচিত্তে চায়,
ধীর সম্বোধনে তাঁয় কহে—দেবি, কি হেতায় ?
কারা এরা, হেন বেশে কাঁদে এ প্রথায় ?

কেন বা কালের চর ওরূপে খনন
করিছে এ সব ক্ষেত্র ? অমরী প্রশান্ত-নেত্র
চাহি মানবের দিকে কহিলা তখন—

গুপ্ত কামে যাহাদের আকাঙ্ক্ষা-প্রবাহ
বহে হৃদয়ের তটে, সজ্ঘটন নাহি ঘটে,
এ সব তাদেরি আত্মা—সহে পাপ-দাহ।

মৃত্যুচর হের যত করিছে ভ্রমণ,
ফুটাতে অঙ্কুর বীজে, যে যাহার নিজে নিজে
খুঁড়িছে ক্ষেত্রের তল,—করহ শ্রবণ।

প্রোথিত এ ক্ষেত্রতলে প্রাণী-আত্মা কত
পোড়ে নিত্য তাপানলে, অলৌকিক বিধিবলে
অঙ্কুরিত হয় পরে লতা গুল্ম মত।

ক্ষুদ্র কীট পদতলে ভ্রমিলে যেমন
সর্ব্বাঙ্গে রোমাঞ্চ হয়, মানবের দেহময়
সহসা তেমতি হয়, শুনে সে বচন

শরীরী সে স্থান ছাড়ি অন্তরে দাঁড়ায়।
অমরী মধুরতর বাক্যে কহে—ভ্রান্ত, নর,
সর্ব্ব ঠাঁই এইরূপ, সরিবে কোথায় ?

যাই হোক, অন্য স্থানে চল, দেবি, চল—
মানব কহিলা তাঁয়, দ্রুতপদে দুজনায়
সে ক্ষেত্র ছাড়িয়া পশে অন্য ক্ষেত্রতল।

এই দিকে, হে শরীরি—অমরী কহিলা,
দেখ চাহি ক্ষণকাল, দুঃখ ভোগে কি বিশাল
পঙ্কিল-পরাণ যত অসতী মহিলা।

অমরীর বাক্যে নর হেরে অনিমিখে ;
দেখিল পল্লবহীন কত শুষ্ক তরু ক্ষীণ
শাখা তুলি শূন্যতলে উঠেছে চৌদিকে।

কহিল—কোথায়, দেবি, না দেখি ত কই
কোন এক আত্মা-চিহ্ন, শুষ্ক জীর্ণ তরু ভিন্ন
অন্য কিছু কোন স্থানে বিদিত না হই।

নিরখিয়া দেখ, নর—হও অগ্রসর,
তবে এর তথ্য পাবে ; বলিয়া ত্বরিত ভাবে
বৃক্ষ-সন্নিধানে দেবী আইলা সত্বর।

দেখিল শরীরী সেথা—শ্মশানে যেমন
চিতাধূমে সমাচ্ছন্ন চিতাতাপে দগ্ধবর্ণ,
শাল্মলি খর্জ্জুর তাল—তেমতি দর্শন

শুষ্ক বৃক্ষ স্থানে স্থানে পত্রশূন্য শির,
গৃধ্রকুল শাখাদেশে বসেছে করাল বেশে,
পক্ষীর পুরীষে বৃক্ষ কদর্য্যশরীর।

নখে নখে বিন্ধি শাখা বসি গৃধ্রদল
চিবাইছে ধীরে ধীরে, চঞ্চু দিয়া চিরে চিরে,
স্কন্ধ শাখা শুষিতেছে ঘষি গলতল।

পড়িছে অজস্র বেগে শত শত ধারা—
রুধিরের ধারা হেন; কাঁপি কাঁপি বৃক্ষ যেন
বিশীর্ণ সংকীর্ণ ক্রমে অন্তঃসারহারা।

তখন সে সব তরু করিয়া ক্রন্দন
ফাটিছে দ্বিখণ্ড হয়ে, হেলিয়া শূন্যেতে রয়ে,
দ্বিফল-শূলের ভাব করিছে ধারণ।

তাপিতের ঘোর স্বর বদনে সবার,
আত্মাগণ একে একে জীবময় বৃক্ষ থেকে,
বাহিরি প্রকাশে দুঃখ চিত্তে যেবা যার।

অমরী কহিলা—'নর, গৃধ্র হের যত
এহেন কদর্য্য বেশে, বসি উচ্চ শাখাদেশে,
পক্ষী নহে ও সকল—পক্ষিরূপগত

শমনের ভীম চর রাক্ষস উহারা।
ত্রস্ত হয়ে চায়ে নর; গৃধ্ররূপী নিশাচর
সঘনে চীৎকার ছাড়ি উন্মত্ত তাহারা,

পাখার ঝাপটে টানি প্রতি ক্ষণে ক্ষণে
চঞ্চুতে প্রহার করি, ক্ষুরধার নখে ধরি,
বিদীর্ণ বৃক্ষের মাঝে ফেলে আত্মাগণে।

অমনি দ্বিখণ্ড তরু দাঁড়ায়ে আবার
উঠিয়া পূর্ব্বের মত ; জীববৃন্দ তরুগত
নিদারুণ নিপীড়ন সহে পুনর্ব্বার।

সে সবার মাঝে নর হেরে দুই জন,
অশ্রুদগ্ধ গণ্ডতল, জীর্ণ শীর্ণ বক্ষঃস্থল,
ক্ষীণ স্বরে বলিতেছে কাতর বচন—

হে বিধাতা, কেন আর—মরণ কোথায় ?
এ পরাণে নাহি কাজ, ধরাও গৃধ্রের সাজ,
দেও মরিবারে পুনঃ—অহো, প্রাণ যায়।

মানব জিজ্ঞাসে—দেখি, দেহ যেন মসী,
কপোলে অশ্রুর ধারা, নারীবেশে কে ইহারা ?
আত্মা হেরে মনে হয় আছিল রূপসী

ছিল যবে ধরাতলে ; প্রাচীনা যে জন,
পরিচিত কিবা নামে ? কে উটি উহার বামে
সুরূপা নবীনা বালা—মলিনা এখন ?

জিজ্ঞাস নিকটে গিয়া—বলিয়া অমরী
তাদের নিকটে যায়, ধীর গতি পায় পায়
ভাবিয়া চলিল নর গ্রীবা নত করি।

নিকটে আসিছে হেরি শকুনির পাল
পক্ষ সাপটিয়া সবে, ভয়ঙ্কর তীক্ষ্ণ রবে,
তুলিল এমনি ঝড় প্রচণ্ড করাল,

অমরী মানব দোঁহে যেন অকস্মাৎ
পক্ষ ঝাপটের জোরে পড়ে ঘূর্ণবায়ু ঘোরে ;
সঙ্কট বুঝিয়া দেবী উর্দ্ধে তুলি হাত

বলিলা—হে ধর্ম্মচর, ক্ষান্ত দেও রোষে,
আমরা পাপাত্মা নহি, বিধাতার বিধি বহি
পশেছি এ পাপ-দেশে—নহে অন্য দোষে।

ঝঙ্কার পাখার নাদ নীরব তখনি ;
গিয়া দুই আত্মা-পাশে, মানব কম্পিত ত্রাসে
সুধাইল দুই জনে, শ্রবণে সে ধ্বনি

উচ্ছ্বাসি গভীর শ্বাস প্রাচীনা যে জন
কহিলা—হে দেহধর, শাপযুক্ত আমি, নর,
দেবগুরুভার্য্যা আমি—পাপেতে এমন ;

কামীর নরক-মাঝে হের হে তারায়।
বলিয়া যুগল করে বদন ঢাকিয়া পরে
বৃক্ষ-কারাগারে ছোটে শিহরি লজ্জায়।

জীবময় অন্য প্রাণী বলিলা বিষাদে—
আমি, নর, পাপীয়সী, অশুচি প্রণয়ে পশি
এ ভোগ ভুগি হে হেথা চির অনাহ্লাদে ;

আমি বিদ্যা ভারতের।—বলিয়া লুটায়
শরাহত মৃগী প্রায়। নরদেহী বেদনায়
অমরী সহিত ফিরে অন্য দিকে যায়।

না চলিতে বহু পথ শিহরে মানব,
দেখিল সম্মুখে তার গলে ভুজঙ্গের হার
ছুটেছে জীবাত্মা এক নিনাদি ভৈরব।

হৃদিতল ফুঁড়ি ফুঁড়ি দংশিছে ফণিনী
হৃদিতলে ধারা ঝরে, সর্প ধরি ডানি করে,
টানিতে টানিতে ফণী ছুটেছে রমণী।

কে তুমি—জিজ্ঞাসে নর ভয়ে চমকিত,
উন্মাদিনী প্রায় হেন অজ্ঞানে ছুটিছ কেন?
কহ শুনি কি পাতকে এখানে প্রেরিত?

স্তম্ভিত নরের বাক্যে—দাঁড়ায়ে সম্মুখে
সে জীবাত্মা জড়বৎ, নিবারিত হেরি পথ
কহিতে লাগিল বাণী নিদারুণ দুখে।

সুধা(ই)ও না, হে শরীরি, সে কথা আমায়;
মিশর-রাজ্ঞীরে হায়, কে না জানে বসুধায়—
কুলটার ঘোর তাপ এখন হেথায়!

চল নিরখিবে কিবা যাতনা দুঃসহ
ভুগি প্রাণে অনুক্ষণ, কুলটার কি শাসন,
দেখিবে, চল হে, চক্ষে দুঃখ বিষবহ।

কে ইনি—বলিয়া ক্ষান্ত হইল তখনি;
চায়ি অমরীর মুখে দারুণ মনের দুখে,
নতশির অধোমুখে দাঁড়ায় রমণী।

ধীর শান্ত সুশীতল দেবীর বচন
ঝরিল পীযুষ তুল্য, সে পীযুষ কি অমূল্য
পঙ্কিল পরাণ যার জানে সেই জন।

যাও আগে, হে জীবাত্মা, দেখাও মানবে,
অমরী বলিলা তায়, ব্যভিচার-পিপাসায়,
কিরূপে নিবারে যম—দেখাও সে সবে।

নীরবে চলিলা এবে ত্রিবিধ পরাণী—
দেব-আত্মা, দেহী নর, পাপিনী নরকচর,—
আগে চলে সকলের মিশরের রাণী।

এড়ায়ে সে তারকার কঠোর প্রাঙ্গণ
যেথা অন্য তারাতলে কৃষ্ণবর্ণ বালু জ্বলে,
সেই বালু-সাগরেতে চলে তিন জন।

দেখে নর ভয়ে কাঁপি—উচ্চ শলাকায়
শত শত প্রাণি-প্রাণ অধোশিরে লম্বমান,
পদাঙ্গুষ্ঠ শলাবিদ্ধ অদ্ভুত প্রথায়।

সে সব আত্মার কাছে করাল-মূরতি
নিষ্ঠুর কালের চর ছুড়ে ছুড়ে দেহস্তর
ছিঁড়িছে হুঙ্কার ছাড়ি—প্রকাশি শকতি।

ভীষণ শ্বাপদকুল অতি কৃশোদর,
ক্ষুধাতে আতুর যেন, ব্যাদান বিস্তারি হেন
গ্রাসে গ্রাসে খণ্ড করি টানে নিরন্তর,

সে সব আত্মার দেহ। হেরি চাহে নর
অমরীর মুখপানে ; দয়া-বিচলিত প্রাণে
অমরী ত্বরিত নরে কৈলা স্থানান্তর।

না যাইতে বহু দূরে সে দেশ হইতে,
শরীরীর শ্রুতি ভ'রে কঠোর কর্কশ স্বরে
নিদারুণ শোকবাণী বহিল বায়ুতে।

কঠোর শুনিতে যথা শোকের কীর্ত্তন
শবদেহ স্কন্ধে ধরি "হরি হরি" শব্দ করি
জ্ঞাতিবর্গ গঙ্গাতীরে আগত যখন।

সেইরূপ শোকময় কঠোর নিনাদ,
সহসা দক্ষিণ হ'তে প্রবেশিল শ্রুতিপথে,
চমকে মানবচিত্ত শুনে সে বিষাদ।

চমকি হেরিল নর—নিরখে সম্মুখে
যেন স্তূপাকার বালি অঙ্গেতে মাখিয়া কালি
চলেছে ঊর্ম্মি-আঘাতে সাগরের বুকে।

নিকটে আসিলে পরে তখন নেহারে
আত্মাময় প্রাণী যত চলেছে বালির মত
দলে দলে, কৃষ্ণবর্ণ বালুসিন্ধু-ধারে।

উড়িল দেহীর প্রাণ দেখিল যখন
সে সব আত্মার হাতে ছিন্ন নিজ নখাঘাতে
হৃৎপিণ্ড, শির-যুত—বীভৎস-দর্শন।

দলে দলে চলে সবে—শরীরে কম্পন
যেন বাতশ্লেষ্ম-জ্বরে; করস্থিত মুণ্ড ধ'রে
চৌদিকে গৃধিনীপাল করিছে খণ্ডন!

অচেতনপ্রায় জীবী নয়ন মুদিল;
অকস্মাৎ ভীম নাদ,— স্রোতে যেন ভাঙ্গে বাঁধ
ছুটায়ে বন্যার জল—তেমতি শুনিল!

আতঙ্কে দেখিল দেহী—ঘর্ম্মে সিক্ত ভাল—
ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ, তীক্ষ্ণদন্ত, ঊর্দ্ধকর্ণ,
যমদূত-বিতাড়িত ছোটে ফেরুপাল।

চকিতে জীবাত্মাবৃন্দ নিরখি পশ্চাতে,
ছুটে বেগে ঊর্দ্ধশ্বাসে, নয়ন না মেলে ত্রাসে,
উড়ে যেন ধূলিবৃন্দ ঝটিকা-আঘাতে।

অন্য দিকে প্রাচীরের পৃষ্ঠদ্বার যেথা
বেগে প্রবেশিয়া তায় নির্গত হইতে যায়,
হেরে ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দ্বারদেশে সেথা—

মহা অজগর প্রায় দেহের গঠন,
স্কন্ধদেশে দুই পাখা, শল্কলে শরীর ঢাকা,
শত কুণ্ডলেতে পুচ্ছ—রাক্ষসবদন।

ধাবিত জীবাত্মাগণ যেই দ্বারে আসে,
সেই ভীম অজগর ব্যাদানি মুখগহ্বর,
পক্ষের ঝাপটে সবে মুহূর্ত্তেকে গ্রাসে।

তীক্ষ্ণ দন্তে পিষি পিষি নিক্ষেপে জঠরে,
আবার বমন করে, আবার গরাসে ধরে,
কখন(ও) পেষণ করে পূরিয়া উদরে।

এহেন পীড়ন সহি প্রহরেক কাল
সেই সব পাপি-প্রাণ হতাশেতে হতজ্ঞান
প্রাচীর-ভিতরে ছুটে ভেটে ফেরুপাল।

তখন সে মহোরগ রাক্ষসবদন,
উৎকট চীৎকার করি, বলে—রে সতীর অরি,
লম্পট কুট্টনীপাল—জঘন্য জীবন,

এ ভোগ তোদেরি যোগ্য ; যে বিষ ধরায়
ছড়াইলি দেহ ধরি, সেই বিষ প্রাণে ভরি
ভবিষ্য-জঠরে ভোগ চির যাতনায়।

হেরি দেহধারী নর, শুনিয়া গর্জ্জন,
অমরীর দিকে দেখি, কহিল—জননি, এ কি,
কোথায় আমারে, দেবি, আনিলে এখন ?

এখানে কি পুণ্যময়ী দুহিতা আমার ?
এ কি তার যোগ্য বাস ? সে চারু-কুসুম-হাস
ফোটে কি এখানে কভু ?—কাছে চল তাঁর।

হে দেহি, তোমারি চিত্ত করিতে উজ্জ্বল,
পূরাতে তোমারি আশা এ দুঃখনিবাসে আসা,
দেখাব কন্যারে তব, সঙ্গে ফিরে চল।

তনয়া দেখিতে হেন ভুবনে ভ্রমণ
করিতে হবে না এবে, চল ধরাতলে নেবে ;
বিগত-কলুষ-তাপ, বিগত-সকল-পাপ,
আত্মাময় নন্দিনীর পাবে দরশন।

এত বলি নিদ্রাগত করিয়া মানবে
চলিল অমরী ত্বরা, পূর্ণচন্দ্র জ্যোৎস্না ভরা
মৃদু মারুতের গতি উত্তরিল ভবে।

রাখি নরে ধরাতলে, জাগায়ে চেতন,
পূর্ণ ছটা প্রতিভায় দিব্য চক্ষু দিয়া তায়,
বিনয়-বিনম্র মুখে দাঁড়ায়ে দেহী-সম্মুখে,
কহিলা,—হের গো তব দুহিতা এখন।

বিস্ময়-আনন্দ-বেগে আপ্লুত হৃদয়
নিরখিল ধরাবাসী, নির্ম্মল শশাঙ্ক-হাসি
ধরাতলে আসি যেন হয়েছে উদয়।

মস্তকে মুকুটছটা জ্বলিছে মণ্ডলে,
সুধাগন্ধ অঙ্গে ঝরে, গড়া যেন রশ্মিথরে,
নয়ন নীলিমা-সিন্ধু, কপালে কিরণ-বিন্দু
রেখাগত ইন্দু যেন ঈষৎ উজলে।

সন্তৃপ্ত নয়নে হেরি মানব-বদন,
কহিলা সুষমারাশি— তাত, এবে অবিনাশী
আত্মাময় এ শরীর—ঘুচেছে স্বপন।

সে স্বপন এ জগতে সবারি ঘুচিবে
পাপানলে দগ্ধ হয়ে তাপানল হৃদে লয়ে
প্রক্ষালি ধরার ক্ষার, খুলায়ে শমনদ্বার,
আমার মতন যবে স্বর্গেতে পশিবে।

হে তাত, দেখিতে পুনঃ হয় যদি মন
এরূপে জীবাত্মালয় অনন্ত তারকাময়,
পুনর্ব্বার দুহিতারে করিও স্মরণ।

এত বলি শোভাময়ী আকাশে মিশিয়া
ক্ষণকালে অন্তর্ধান হৈলা ছাড়ি মর-স্থান।
বিস্ময়ে বিহ্বল নর নিস্তব্ধ ধরণী'পর
ভাবিতে লাগিল যেন স্বপনে জাগিয়া।

সম্পূর্ণ